কুরআ'ন

১২তম খন্ড

সূরা ৭১ নূহ হতে সূরা ১১৪ নাস

সালাতে অধিক মনোযোগী হওয়ার লক্ষ্যে
মৌলিক ও ব্যবহৃত শব্দাবলিসহ অর্থ

সংকলন ও সম্পাদনা : মুহাম্মদ ইয়াহিয়া

কুরআ’ন

সালাতে অধিক মনোযোগী হওয়ার লক্ষ্যে
মৌলিক ও ব্যবহৃত শব্দাবলিসহ অর্থ

১২তম খন্ড

সূরা ৭১ নূহ হতে সূরা ১১৪ নাস

সংকলন ও সম্পাদনা
মুহাম্মদ ইয়াহিয়া

সংকলন ও সম্পাদনা

মুহাম্মদ ইয়াহিয়া

বাড়ি #-৬২, রোড-২০, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০১৫৩২-৯৯১১০৮, ০১৮১৭-৫৬৭৬৭৬

গ্রন্থস্বত্ত এবং প্রকাশনায় © সম্পাদক

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী, ২০১১

নতুনভাবে বিন্যস্ত খন্ড প্রথম প্রকাশ: মার্চ, ২০২০

Printing Financed for Daw'ah purpose by:
Anonymous Person
May ALLAH reward him in goodness.

পৃষ্ঠা বিন্যাস ও মুদ্রণ সহযোগিতা

আমবাতান পাবলিশিং

১৮ বাবুপুরা, কাঁটাবন ঢাল
নীলক্ষেত, ঢাকা

Online Version: http://www.muhammadyeahia.com/

ISBN : 984-500-002682-6

বিনিময় মূল্য : ৫৮০.০০ টাকা

Qura'n
Surah 71 Nooh - Surah 114 Naas
(Root words, acquaintance of words & word meaning)
Compiled & Edited by: Muhammad Yeahia
MRP: Taka 580/- (US $ 7.25)

উপস্থাপনা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালারই। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি এবং তাঁর নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা ও ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আমাদের মনের দুষ্টামী ও মন্দ-কাজের অনিষ্ট হতে আমরা তাঁরই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না; এবং তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ সৎপথে পরিচালিত করতে পারে না। সালাত ও সালাম নাযিল হোক প্রিয় নবী মুহাম্মদ (স.) এর উপর। রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক তাঁর বংশধর, সহধর্মিণী ও সাহাবীগণের উপর।

আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদেরকে উত্তম দৈহিক আকৃতি দিয়ে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের ইহকালীন সমৃদ্ধি ও পরকালীন মুক্তির নিমিত্তে তিনি নবী-রাসূলদের মাধ্যমে হেদায়েতের বাণী যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক নবী ও রাসূল উম্মতের জন্য ঐশী গ্রন্থ পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি উম্মতের প্রতিটি জাগতিক কর্মকান্ডের জন্য উত্তম পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, রাব্বুল আ'লামীন আমাদেরকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (স.) এর উম্মৎ হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। কুরআ'ন আমাদের ঐশী গ্রন্থ এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কুরআ'নের ব্যাখ্যা ও জাগতিক খুঁটিনাটি কর্মকান্ডের জন্য আমাদের নিকট রয়েছে রাসূল (স.)-এর হাদিস।

আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআ'নের মাধ্যমে আমাদেরকে বার্তা দিয়ে বলেছেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ-

(রামাযান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে; ২:১৮৫)

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ -

(ইহা মানবজাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ; ৩:১৩৮)

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ-

(এই কিতাব আমি নাযিল করেছি যা কল্যাণময়। সুতরাং উহার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, তা হলে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে; ৬:১৫৫)

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ:

(এই কিতাব, ইহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আলোকের দিকে নিয়ে আসতে পার, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসাহ; ১৪:১)

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ :

(আমি তো তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ; ১৬:৬৪)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ -

(আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ

আত্ম-সমর্পণকারীদের জন্য; ১৬:৮৯)

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيْمِ - هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِيْنَ-

(এইগুলি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত, পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ সৎকর্মপরায়ণদের জন্য; ৩১:২-৩)

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ:

(তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকে আনার জন্য; ৫৭:৯)

কিন্তু মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে মানুষ আল্লাহ্ তাআ'লা ও পরকালের কঠিন অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন থেকে যাচ্ছে। এইরূপ উদাসীন অবস্থা হতে মানুষ যাতে সতর্ক হয়, সে প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ শুবহানাহু ওয়া তাআ'লা বলেছেন:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ -

(পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখিরাতের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি অনুধাবন কর না? ৬;৩২)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ - أُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

(যে কেহ পার্থিব জীবন ও উহার শোভা কামনা করে, দুনিয়ায় আমি উহাদের কর্মের পূর্ণফল দান করি এবং সেখানে তাদেরকে কম দেওয়া হবে না। উহাদের জন্য আখিরাতে দোযখ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই এবং উহারা যা করে আখিরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং উহারা যা করে থাকে তা নিরর্থক; ১১:১৫-১৬)

اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِـمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

(আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন; কিন্তু ইহারা পার্থিব জীবনে উল্ল-সিত, অথচ দুনিয়ার জীবন তো আখিরাতের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র; ১৩:২৬)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِـمَنْ نُرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوْمًا مَدْحُوْرًا -وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوْرًا

(কেহ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি তাকে যা ইচ্ছা এইখানেই সত্বর দিয়ে থাকি; পরে উহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি, যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়। যারা মু'মিন হয়ে আখিরাত কামনা করে এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টা পুরস্কারযোগ্য; ১৭:১৮-১৯)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ

(যে কেহ আখিরাতের ফসল কামনা করে তাহার জন্য আমি তাহার ফসল বর্ধিত করিয়া দেই এবং যে কেহ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাহাকে উহারই কিছু দেই, আখিরাতে তাহার জন্য কিছুই থাকিবে না; ৪২:২০)

اِعْلَمُوْا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

(তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। উহার উপমা বৃষ্টি, যদ্দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর উহা শুকাইয়া যায়, ফলে তুমি উহা পীতবর্ণ দেখিতে পাও, অবশেষে উহা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রহিয়াছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নয়; ৫৭:২০)

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ • وَتَذَرُوْنَ الْآخِرَةَ

(সাবধান, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস; এবং আখিরাতকে উপেক্ষা কর; ৭৫:২০-২১)

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا

(উহারা ভালবাসে পার্থিব জীবনকে এবং উহারা পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করে চলে;৭৬:২৭)

আল্লাহ শুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা বাকারার আয়াত নং ২০১ -এর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষকে দুনিয়ার কল্যাণের সাথে সাথে আখিরাতের কল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে। উভয় জগতের কল্যাণ কিভাবে অর্জিত হবে তা জানার একমাত্র উৎস হচ্ছে কুরআ'ন। অতএব কুরআন বুঝে পড়ে এই সবকিছু আমাদেরকে জেনে নিতে হবে।

আমরা সকলেই জানি কুরআ'আন ও হাদিসের ভাষা আরবি। কুরআ'নের তাফসীরসহ কুরআ'ন ও হাদিসের অনুবাদ গ্রন্থ আমাদের নিকট থাকায় এই সকল অনুবাদ গ্রন্থ হতে কুরআ'ন ও হাদিসের বাংলা অর্থ আমরা জেনে নিতে পারি। কিন্তু নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মতো কুরআ'ন তিলাওয়াতও একটি ইবাদত এবং নামাযের মধ্যে কুরআ'নের সূরা তিলাওয়াত, তাশাহুদ, দুআ'া, দরূদ, তাসবী সব কিছুই আরবিতে পড়তে হয়। আরবি ভাষা না জানার কারণে এগুলির অর্থ আমরা অনুধাবন করতে পারি না এবং নামাযের পূর্ণ 'হক' আদায় হয় কি না আমরা নিশ্চিৎ হতে পারি না। নামাযে যথাযথভাবে মনোযোগী হতে হলে কুরআ'ন তিলাওয়াতের সময় তার অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হওয়া বিশেষভাবে কাম্য। কুরআনের মধ্যেই কুরআনের অর্থ অনুধাবন করার তাগিদ রয়েছে; এই সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত নিম্নরূপ:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مبَارَكٌ لِّيَدَبَّرُوْا ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوْا الْأَلْبَابِ

(এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তারা ইহার আয়াতসমুহ অনুধাবন করে, এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরা গ্রহণ করে উপদেশ; ৩৮:২৯)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُـهَا

(তবে কি উহারা কুরআন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করে না? না উহাদের অন্তর তালাবদ্ধ? ৪৭:২৪)।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا

(তবে কি তারা কুরআ'ন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? ইহা যদি আল্লাহ ব্যতীত া অন্য কারো নিকট হতে আসত, তবে তাতে তারা অবশ্যই বহু অসঙ্গতি পেত; (৪:৮২)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِه لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

(আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য; ১৪:৪)

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

(এবং তোমার প্রতি যিকির (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, আর যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে; ১৬:৪৪)

إِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

(আমি ইহাকে (অবতীর্ণ) করেছি আরবি ভাষায় কুরআ'ন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো; ৪৩:৩)

এছাড়াও আয়াত নং ২:১৬৪,২১৯; ৬:৫০,৬৫,৯৮,১৫১; ৭:১৬৯,১৭৬; ৮:৫৭; ১০:২৪; ১২:২; ১৩:৩,৪; ১৬:৬৪,৬৫,৬৭,৬৯; ২০:৫৪,১২৮; ২১:১০,৬৭; ২৪:৬১; ২৮:৬০,৭২; ৩০:২১-২৪; ৩৯:৪২; ৫৯:২১ এর মধ্যেও কুরআন বুঝে পড়ার তাগিত রয়েছে। এ ছাড়াও এ বিষয়ে আরো আয়াত আছে।

পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে কুরআ'ন বুঝে করে পড়া হলে পাঠকের মনের মধ্যে যে রকম অনুভূতি আসা উচিৎ সে সম্বন্ধে নিম্নে উল্লেখিত আয়াতটিতে আলোকপাত করা হয়েছে:

اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد

(আল্লাহ্ অবতীর্ণ করিয়াছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যাহা সুসমঞ্জস এবং যাহা পুনঃপুন আবৃত্তি করা হয়। ইহাতে, যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাহাদের দেহমন বিনম্র হইয়া আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহাই আল্লাহ্র পথনির্দেশ, তিনি উহা দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথপ্রদর্শক নাই; ৩৯:২৩)

কুরআ'নের অর্থ অনুধাবন করতে হলে কুরআনের ভাষা অর্থাৎ আরবি আমাদেরকে জানা প্রয়োজন। আমাদের দেশের মাদরাসায় আরবি শিখানো হয় এবং মাদ্রাসায় আরবি শেখার প্রণালী একটি দীর্ঘ মেয়াদী পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে চলে। তাই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত লোকজনের পক্ষে মাদরাসায় ভর্তি হয়ে আরবি শেখা অথবা ঐ পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে নিজে নিজে আরবি শেখা সামগ্রীক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সম্ভব হয়ে উঠে না।

কুরআ'ন বুঝে পড়ার লক্ষে আশির দশকের শেষ দিক হতে আমাদের অগ্রজ ভাই জনাব কাজী রেজাউর রহমানের উদ্দ্যোগে আমরা কয়েকজন পাঠক সপ্তাহে একদিন একটি নির্ধারিত স্থানে একত্রিত হয়ে পাঠ গ্রহণ করতাম। এখানে আমরা বাংলায় অনুদিত তফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থ এবং শব্দ পরিচিতি ও শাব্দিক অর্থ ও ব্যাকরণের নিয়মাদি জানার লক্ষ্যে Cambridge University Press হতে প্রকাশিত W. Wright এর A Grammar of the Arabic Language এবং John Penrice এর Dictionary and Glossary of The Koran প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করতাম।

আমাদের এই প্রয়াস চলাকালে ইংল্যান্ড হতে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত জনাব আব্দুল ওয়াহিদ হামিদ প্রণীত Access to Quranic Arabic শীর্ষক আলোড়ন সৃষ্টিকারী পাঠ্যক্রমটির তিন খন্ডই আমাদের হাতে আসে। বইটির আলোচিত বিষয়বস্তু অবগত হওয়ার পর মনে হলো যে এরকমই একটি গ্রন্থ আমাদের কাঙ্ক্ষিত ছিল। এরপর এই বইটির সাহায্যেই কুরআন শিক্ষার ক্লাসে আমরা পাঠ দান শুরু করি। যে সকল পাঠক ইংরেজিতে ততটা পারদর্শী নয়

তাদের সুবিধার্থে বইটির প্রথম খন্ড (Text Book)-এর বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয় এবং বইটির বাংলা নাম দেওয়া হয় **'কুরআনীয় আরবি শিক্ষা'**। এই বইটিতে কুরআনোর আরবি ব্যাকরণ বিষয়ক নিয়মগুলি সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে যা কুরআনের আরবি বুঝতে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আলহামদুলিল্লাহ, এই বইটি প্রকাশ হওয়ার পর হতেই দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত বহু বাংলা ভাষাভাষি পাঠকবৃন্দ সাধুবাদ প্রকাশ করেন। যেহেতু সালাতে বেশির ভাগ সময়ে ইমাম সাহেবগণ কুরআ'নের **৩০তম পারার** মধ্য হতে সূরা তেলাওয়াত করেন সেহেতু কুরআনীয় আরবি শিক্ষা বইটির আলোচিত নিয়ম অনুসরণে ৩০তম পারার সূরাগুলোর শব্দার্থ ও ব্যাকরণগত শব্দ পরিচিতি উল্লেখপূর্বক পুস্তকাকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় । কুরআ'ন ৩০তম পারা পুস্তকখানি সংকলন করতে গিয়ে আমাদের প্রকাশিত 'কুরআ'নীয় অভিধান', ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত 'তাফসীর ইবনে কাসীর', Muhammad Mohor Ali কর্তৃক অনুবাদকৃত ও রিয়াদ হতে আবুল কাসেম পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত Word for Word meaning of The Qur'an-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আয়াতের অর্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ অনুসরণে করা হয়েছে। এই সকল লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশকদের আল্লাহ উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। সংকলন ও সম্পাদনা শেষে 'কুরআ'ন ৩০তম পারা' বইটি গত ফেব্রুয়ারি ২০১১-তে প্রথম প্রকাশ করতে আমরা সক্ষম হই। কুরআ'ন ৩০তম পারার ধারাবাহিকতায় কুরআনের অবশিষ্ট অংশ পর্যায়ক্রমে সংকলন করা হতে থাকে। এইভাবে পুরো কুরআন মোট ১৪ খন্ডে সমাপ্ত হয়।

উপরে উল্লেখিত ১৪ খন্ডের এই কুরআনগুলি আকারে ছোট-বড়ো হয়ে গেছিল। **তাই পূণরায় এই ১৪টি খন্ডকে পূণর্বিন্যাস্ত করে ১২ খন্ডে আনার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ৩০তম পারা কুরআনের মজুদ নিঃশেষ হয়ে আসায় ১২তম খন্ড অর্থাৎ সূরা ৭১ নূহ হতে সূরা ১১৪ আন-নাস পর্যন্ত পূণঃপ্রকাশ হতে যাচ্ছে।**

আমাদের এই সমস্ত বই প্রণয়ন, মুদ্রণ ও পরিবেশনার কাজে সর্ব-জনাব মোশাররফ হোসেন ও মেজর মোঃ কামরুল হাসান (অবঃ) আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, ভেক্টোরাসের জনাব এম আতিকুর রহমান যিনি কম্পিউটারে বইগুলির রচনা কৌশল (Composition) পরীক্ষা করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমি তাদের সকলেরই নিকট কৃতজ্ঞ। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন যেন তাদের সকলকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করেন এই কামনা করি।

গ্রন্থটির **পূণর্বিন্যাস্ত সংস্করণ** প্রকাশ হতে যাচ্ছে, তাই আমরা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে তাঁর এই অনুগ্রহের জন্য লাখো কোটি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই সংস্করণেও যে কোনো ভূল-ত্রুটি নাই এই দাবি আমরা করি না। হাঁ এতটুকু বলতে পারি যে, গ্রন্থটিকে আমরা যথাসাধ্য নির্ভূল করার চেষ্টা করেছি। এই সংস্করণের কোনো ভুল-ত্রুটি-অসম্পূর্ণতা যদি কারো সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, অনুগ্রহ পূর্বক জানিয়ে দিলে আমরা কৃতজ্ঞতাবোধ করবো এবং পরবর্তী সংস্করণে এর সংশোধনে যত্নবান হবো।

মুহাম্মদ ইয়াহিয়া

সূচীপত্র

নাম	পৃষ্ঠা নং
সূরা ৭১ নূহ	১০
সূরা ৭২ জ্বীন	৩১
সূরা ৭৩ মুযযাম্মিল	৫৪
সূরা ৭৪ মুদ্দাস্‌সির	৭২
সূরা ৭৫ কিয়ামাহ	৯৪
সূরা ৭৬ দাহর	১০৯
সূরা ৭৭ মুরসালাত	১৩১
সূরা ৭৮ নাবা	১৪৮
সূরা ৭৯ নাযি'আত	১৭০
সূরা ৮০ আবাসা	১৯৩
সূরা ৮১ আত-তাকভীর	২১১
সূরা ৮২ ইনফিতার	২২৪
সূরা ৮৩ আল মুতাফ্‌ফিফীন	২৩৪
সূরা ৮৪ ইনশিকাক	২৫২
সূরা ৮৫ বুরূজ	২৬৪
সূরা ৮৬ আত-তারিক	২৭৬
সূরা ৮৭ আল-আ'লা	২৮৪
সূরা ৮৮ আল-গাশিয়াহ্‌	২৯৪
সূরা ৮৯ আল-ফাজর	৩০৫
সূরা ৯০ আল-বালাদ	৩২২
সূরা ৯১ আশ-শাম্‌স	৩৩২
সূরা ৯২ আল-লাইল	৩৪১
সূরা ৯৩ আদ-দোহা	৩৫২
সূরা ৯৪ আল-ইনশিরাহ	৩৫৮
সূরা ৯৫ আত-তীন	৩৬২
সূরা ৯৬ আল-আলাক	৩৬৭

নাম	পৃষ্ঠা নং
সূরা ৯৭ আল-ক্বদর	৩৭৭
সূরা ৯৮ আল-বাইয়্যিনাহ	৩৮১
সূরা ৯৯ যিল্‌যাল	৩৯১
সূরা ১০০ আল-আদিয়াত	৩৯৬
সূরা ১০১ আল-ক্বারিয়াহ্‌	৪০২
সূরা ১০২ আত-তাকাসুর	৪০৭
সূরা ১০৩ আল-‘আস্‌র	৪১১
সূরা ১০৪ আল-হুমাযাহ	৪১৪
সূরা ১০৫ আল-ফীল	৪১৯
সূরা ১০৬ আল-কুরাইশ	৪২৪
সূরা ১০৭ আল-মা‘উন	৪২৮
সূরা ১০৮ আল-কাওসার	৪৩২
সূরা ১০৯ আল-কাফিরূন	৪৩৫
সূরা ১১০ আন-নাসর	৪৩৯
সূরা ১১১ আল-লাহাব	৪৪৩
সূরা ১১২ আল-ইখলাস	৪৪৮
সূরা ১১৩ আল-ফালাক	৪৫২
সূরা ১১৪ আন-নাস	৪৫৭

সংযোজনী

১ বাংলা, ইংরেজি ও আরবি পারিভাষিক শব্দাবলি	৪৬১
২ সর্বনাম	৪৬৩
৩ অব্যয়	৪৬৬
৪ মূল ক্রিয়া হতে গঠিত উদ্ভাবিত ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ	৪৭০
৫ সন্ধানপুস্তক তালিকা	৪৭১

৭১ সূরা নূহ

আয়াত: ২৮ | রুকু ২

বিষয়বস্তু

এই সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। এই সুরাতে প্রধানত ঈমানের মৌলিক বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে; ইহার প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে রিসালত এবং তাওহীদ। এখানে উল্লেখিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাওহীদের একই বার্তাসহ সকল নবীদের (আ.) প্রেরণ করেছেন; আল্লাহ তাআলা কিভাবে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ও জীবিকা প্রদান করেছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন; নবী নূহ (আ.) তার জাতিকে ইসলামের পথে আনার কি রকম সংগ্রাম করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন এবং সবশেষে কাফিরদের উপরে কিভাবে আল্লাহ তাআলা-এর শাস্তি নেমে আসল তার বর্ণনা রয়েছে; এবং কিভাবে নূহ (আ.) ও মু'মিনগণ রক্ষা পেলেন তার বর্ণনা রয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ (١)

আয়াত ১: নূহকে আমি প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি এই নির্দেশসহ: তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক করো তাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসার পূর্বে।

إِنَّا (নিশ্চয় আমরা): শব্দটি ক্রিয়া-বিশেষণ إِنَّ (নিশ্চয়) ও স্বতন্ত্র-সর্বনাম نَحْنُ (আমরা)-এর মিলিত রূপ।

أَرْسَلْنَا نُوْحًا (নূহকে প্রেরণ করেছিলাম): رَسِلَ (কেশ দীর্ঘ হওয়া, ঝুলে পড়া, দূত প্রেরণ করা) মূল ক্রিয়ার ৪নং ফরম أَرْسَلَ (প্রেরণ করা, পাঠানো, মুক্তি দেওয়া, অব্যাহতি দেওয়া, যেতে দেওয়া)-এর অতীতকাল, উত্তম পুরুষ, বহুবচন রূপ أَرْسَلْنَا ; কর্ম হিসেবে শেষে রয়েছে نُوْحًا (নূহ আ.)।

إِلَى قَوْمِهِ (তার সম্প্রদায়ের প্রতি): قَامَ (قَوَمَ) (উঠে দাঁড়ানো, খাড়া হওয়া, অবস্থান করা, স্থিরভাবে দাঁড়ানো, উঠে পড়া, সালাতে দাঁড়ানো, কায়েম হওয়া) মূল ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য قَوْمٌ (জাতি, সম্প্রদায়, বংশ, গোত্র, দল, লোকজন); শব্দটি সংযুক্ত-সর্বনাম هِ (তার)-এর মুদাফ হওয়ায় তানবীন উঠে গেছে এবং পূর্বে সম্বন্ধসূচক অব্যয় إِلَى (প্রতি, দিকে) থাকায় قَوْمِ হয়েছে।

أَنْ أَنْذِرْ (যে তুমি সতর্ক করো): نَذَرَ (মানত করা, উৎসর্গ করা, প্রতিজ্ঞা করা, নিজেকে একান্তভাবে নিয়োজিত করার ব্রত গ্রহণ করা, সতর্ক করা, মৃদু ভর্ৎসনা করা, স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে শপথ করা) মূল ক্রিয়ার ৪নং ফরম أَنْذَرَ (সতর্ক করা, ভীতিপ্রদর্শন করা, অবহিত করা, কিছু দিয়ে ভয় দেখানো, ঘোষণা দেওয়া)-এর অনুজ্ঞাভাব,

একবচন, পুংলিঙ্গ রূপ أَنْذِرْ; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় أَنْ (যে)।

قَوْمَكَ (তোমার সম্প্রদায়কে): قَوْمٌ (জাতি, সম্প্রদায়, বংশ, গোত্র, দল, লোকজন; উপরে দেখুন) শব্দটি সংযুক্ত-সর্বনাম كَ (তোমার)-এর মুদাফ হওয়ায় তানবীন উঠে গেছে এবং শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় قَوْمَ হয়েছে।

مِنْ قَبْلِ (পূর্বে): সম্বন্ধসূচক অব্যয় قَبْلَ (পূর্বে) পূর্বে সম্বন্ধসূচক অব্যয় مِنْ (হতে) থাকায় قَبْلِ হয়েছে।

أَنْ يَأْتِيَهُمْ (যে তাদের প্রতি আসার): أَتَى (আসা, উপস্থিত হওয়া, আপতিত হওয়া, আনয়ন করা, নিয়ে আসা, কার্যকর করা, সম্পাদন করা, উপস্থাপন করা) মূল ক্রিয়ার বর্তমানকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, সাপেক্ষভাব রূপ يَأْتِيَ ; নিয়ামক হিসেবে পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় أَنْ (যে); শেষে যুক্ত রয়েছে সংযুক্ত-সর্বনাম هُمْ (তাদের)।

عَذَابٌ (শাস্তি): عَذَبَ (ব্যাহত করা, অন্তরায় সৃষ্টি করা, বাধা দেওয়া, পথ রোধ করা) মূল ক্রিয়ার অন্তর্গত একটি বিশেষ্য عَذَابٌ (শাস্তি, দন্ড, আযাব, সাজা, নির্যাতন, যন্ত্রণা)।

أَلِيْمٌ (মর্মন্তুদ): أَلِمَ (কষ্ট পাওয়া, যন্ত্রণা পাওয়া, ব্যথা অনুভব করা, ব্যথিত হওয়া) মূল ক্রিয়ার অন্তর্গত একটি বিশেষ্য أَلِيْمٌ (যন্ত্রণাদায়ক, পীড়াদায়ক, কষ্টদায়ক, ক্লেশপূর্ণ)।

قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيْرٌ مُبِيْنٌ (٢) أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطِيْعُوْنِ (٣)

আয়াত ২: সে বলেছিল, (হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী-
আয়াত ৩: এই বিষয়ে যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করো ও তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো;

قَالَ (সে বলেছিল): قَالَ (قَوَلَ) (কথা বলা, আলাপ করা, বলা, কওয়া, জানানো, কথায় প্রকাশ করা, উচ্চারণ করা) মূল ক্রিয়াটি অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ রূপেই আছে।

يَا قَوْمِ (হে আমার সম্প্রদায়): قَامَ (قَوَمَ) (উঠে দাঁড়ানো, খাড়া হওয়া, অবস্থান করা, স্থিরভাবে দাঁড়ানো, উঠে পড়া, সালাতে দাঁড়ানো, কায়েম হওয়া) মূল ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য قَوْمٌ (জাতি, সম্প্রদায়, বংশ, গোত্র, দল, লোকজন); শব্দটি সংযুক্ত-সর্বনাম ـِي (আমার)-এর মুদাফ হওয়ায় তানবীন উঠে গেছে এবং শেষে উত্তম পুরুষ একবচনের সংযুক্ত-সর্বনাম ـِي যুক্ত হওয়ায় قَوْمِي রূপ গ্রহণ করেছে; যেহেতু উত্তম পুরুষ একবচনের সংযুক্ত-সর্বনামের ي কোনো কোনো সময় বিলুপ্ত করা হয়, এখানে ي বিলুপ্ত হওয়ায় قَوْمِ রূপ গ্রহণ করেছে; পূর্বে রয়েছে আবেগসূচক অব্যয় يَا (হে)।

إِنِّي (নিশ্চয় আমি তো): শব্দটি ক্রিয়া-বিশেষণ إِنَّ (নিশ্চয়) ও স্বতন্ত্র-সর্বনাম أَنَا (আমি)-এর মিলিত রূপ।

لَكُمْ (তোমাদের জন্য): শব্দটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় لِ (জন্য) ও সংযুক্ত-সর্বনাম كُمْ (তোমাদের)-এর মিলিত রূপ; كُمْ -এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে لِ পরিবর্তিত হয়ে لَ হয়েছে।

نَذِيْرٌ (সতর্ককারী): نَذَرَ (মানত করা, উৎসর্গ করা, প্রতিজ্ঞা করা, নিজেকে একান্তভাবে নিয়োজিত করার ব্রত গ্রহণ করা, সতর্ক করা, মৃদু ভর্ৎসনা করা, স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে শপথ করা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য نَذِيْرٌ (ভীতিপ্রদর্শনকারী, সতর্ককারী, উৎসর্গীকৃত, মানতকৃত, সতর্কীকরণ)।

مُبِيْنٌ (স্পষ্ট): بَانَ (بَيَنَ) (স্পষ্ট হওয়া, স্বচ্ছ হওয়া, সহজবোধ্য হওয়া, প্রকাশ হওয়া, দৃশ্যমান হওয়া) মূল ক্রিয়ার ৪নং ফরম أَبَانَ (স্পষ্টত প্রতীয়মান করা, সুস্পষ্ট করা, প্রকাশ করা, স্বচ্ছ করা, খুলে ফেলা, পৃথক করা)-এর কর্তা-বিশেষ্য مُبِيْنٌ (প্রকাশ্য, স্পষ্ট, সুবোধ্য, সহজবোধ্য, স্পষ্টত প্রতীয়মান)।

أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ (যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে): عَبَدَ (ইবাদত করা, দাসত্ব করা, আনুগত্য করা, সেবা করা, উপাসনা করা, ভক্তি করা, গভীরভাবে শ্রদ্ধা করা, বশ্যতাস্বীকার করা) মূল ক্রিয়ার অনুজ্ঞাভাব, বহুবচন, পুংলিঙ্গ রূপ اُعْبُدُوْا; শেষে রয়েছে কর্ম হিসেবে اللهَ; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় أَنْ (যে); أَنْ -এর শেষ অক্ষরে যজম থাকায় এবং এর পরবর্তী শব্দের প্রথমে হরকত বিহীন (সংযোগকারী) আলিফ থাকায় أَنِ লেখা হয়েছে।

وَاتَّقُوْهُ (এবং তাঁকে ভয় করবে): وَقَى (রক্ষা করা, সংরক্ষণ করা, বাঁচানো, নিরাপত্তাবিধান করা, হেফাযত করা, আশ্রয় দেওয়া) মূল ক্রিয়ার ৮নং ফরম اِتَّقَى (আল্লাহকে ভয় করা, সমীহ করা, ভক্তি করা, সতর্ক থাকা, সচেতন থাকা, আত্মরক্ষা করা, মুত্তাকী হওয়া)-এর অনুজ্ঞাভাব, বহুবচন, পুংলিঙ্গ রূপ اِتَّقُوْا; কর্ম হিসেবে শেষে যুক্ত রয়েছে সংযুক্ত-সর্বনাম هُ (তাঁকে); পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

وَأَطِيْعُوْنِ (এবং আমার আনুগত্য করবে): طَاعَ (طَوَعَ) (মান্য করা, অনুমতি দেওয়া) মূল ক্রিয়ার ৪নং ফরম أَطَاعَ (আনুগত্য করা, অনুগত হওয়া, মান্য করা, মেনে চলা, আজ্ঞানুবর্তী হওয়া)-এর অনুজ্ঞাভাব, বহুবচন, পুংলিঙ্গ রূপ أَطِيْعُوْا; কর্ম সংযুক্ত-সর্বনাম نِـي (আমার) হিসেবে এর শেষে যুক্ত হওয়ায় أَطِيْعُوْنِـي হয়েছে; এখানে সংযুক্ত-সর্বনাম نِـي এর ي বিলুপ্ত হওয়ায় أَطِيْعُوْنِ হয়েছে; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٤)

আয়াত ৪: 'তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে উহা বিলম্বিত হয় না; যদি তোমরা ইহা জানতে !'

يَغْفِرْ (তিনি ক্ষমা করবেন): শব্দটি غَفَرَ (ক্ষমা করা, মার্জনা করা, ঢেকে দেওয়া, আড়াল করা, আচ্ছন্ন করা, সুরক্ষিত করা, মাফ করে দেওয়া) মূল ক্রিয়ার বর্তমানকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, যুসীভভাব রূপ।

لَكُمْ (তোমাদের জন্য): দেখুন পূর্বের আয়াত।

مِنْ ذُنُوْبِكُمْ (তোমাদের পাপ): ذَنَبَ (কারো তালাশে বের হওয়া, কাহিনী বানানো, সংযোজনী যুক্ত করা, খুব নিকট থেকে অনুসরণ করা, দাগ যুক্ত হওয়া) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য ذَنْبٌ (অপরাধ, ত্রুটি, পাপ, দোষ, অন্যায়, যে কোনো কাজ যার ফলাফল মন্দ), বহুবচন ذُنُوْبٌ; শব্দটি সংযুক্ত-সর্বনাম كُمْ (তোমাদের)-এর মুদাফ হওয়ায় তানবীন উঠে গেছে এবং পূর্বে সম্বন্ধসূচক অব্যয় مِنْ (হতে) থাকায় ذُنُوْبِ হয়েছে।

وَيُؤَخِّرْكُمْ (এবং তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন): أَخَرَ (পিছনের দিকে রাখা, আগের জায়গায় রাখা, স্থগিত রাখা, মুলতবি রাখা) মূল ক্রিয়ার ২নং ফরম أَخَّرَ (বিলম্বিত করা, স্থগিত রাখা, মুলতবি রাখা, দেরি করানো, অবকাশ দেওয়া, পিছিয়ে দেওয়া, কোনো কিছু থেকে কারো মনোযোগ সরিয়ে রাখা, পিছনে ছেড়ে আসা)-এর বর্তমানকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, যুসীভভাব রূপ يُؤَخِّرْ ; কর্ম হিসেবে শেষে যুক্ত রয়েছে সংযুক্ত-সর্বনাম كُمْ (তোমাদেরকে); পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

إِلَى أَجَلٍ (এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত): أَجِلَ (বিলম্বিত হওয়া, মুলতবি হওয়া, স্থগিত হওয়া, দেরি করা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য أَجَلٌ (নির্ধারিত সময়, মেয়াদ, পূর্ব নির্ধারিত সময়); এর পূর্বে সম্বন্ধসূচক অব্যয় إِلَى (পর্যন্ত, দিকে) থাকায় أَجَلٍ হয়েছে।

مُسَمًّى (নির্দিষ্টকাল): سَمَا (سَمَوَ) (উঁচু হওয়া, উত্তোলন করা, খাড়া করা, উপরে উঠানো, অভিজাত হওয়া) মূল ক্রিয়ার ২নং ফরম سَمَّى (নাম-করণ করা, নাম ধরে ডাকা, নাম রাখা, আখ্যায়িত করা)-এর কর্ম-বিশেষ্য مُسَمًّى (মৌলিক রূপ مُسَمَّىٌ; যার নামকরণ করা হয়েছে, স্থিরিকৃত, অভিহিত, আখ্যায়িত, নির্দিষ্ট, নির্ধারিত)।

إِنَّ أَجَلَ اللهِ (নিশ্চয় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কাল): أَجَلٌ (নির্ধারিত সময়, মেয়াদ, পূর্ব নির্ধারিত সময়; উপরে দেখুন) শব্দটি اللهِ -এর মুদাফ হওয়ায় তানবীন উঠে গেছে এবং শব্দটি ক্রিয়া-বিশেষণ إِنَّ (নিশ্চয়)-এর বিশেষ্য হওয়ায় أَجَلَ হয়েছে।

إِذَا جَاءَ (যখন ইহা উপস্থিত হয়): جَاءَ (جَيَأَ) (আসা, পৌছানো, আগমন করা, উল্লেখ হওয়া, বর্ণিত হওয়া, নিয়ে আসা, নাগাল ধরা) মূল ক্রিয়াটি অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ রূপেই আছে; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় إِذَا(যখন)।

لَا يُؤَخَّرُ (বিলম্বিত করা হয় না): أَخَّرَ(বিলম্বিত করা, স্থগিত রাখা, মুলতবি রাখা, দেরি করানো, অবকাশ দেওয়া, পিছিয়ে দেওয়া, কোনো কিছু থেকে কারো মনোযোগ সরিয়ে রাখা, পিছনে ছেড়ে আসা; উপরে দেখুন) ২নং ফরম ক্রিয়ার বর্তমানকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, কর্মবাচ্য রূপ يُؤَخَّرُ; পূর্বে রয়েছে ক্রিয়া-বিশেষণ لَا (না)।

لَوْ كُنْتُمْ (যদি তোমরা): كَانَ (كَوَنَ) (হওয়া, হয়, আছে, ছিল, থাকা, ঘটা) মূল ক্রিয়ার অতীতকাল, মধ্যম পুরুষ, বহুবচন, পুংলিঙ্গ রূপ كُنْتُمْ; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় لَوْ (যদি)।

تَعْلَمُوْنَ (তোমরা জানতে): শব্দটি عَلِمَ (জানা, অবগত হওয়া, জ্ঞাত হওয়া, অবহিত হওয়া) মূল ক্রিয়ার বর্তমানকাল, মধ্যম পুরুষ, বহুবচন, পুংলিঙ্গ রূপ।

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (٥) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (٦)

আয়াত ৫: সে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহ্বান করেছি, আয়াত ৬: 'কিন্তু আমার আহবান উহাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।

قَالَ (সে বলেছিল): قَالَ (قَوَلَ) (কথা বলা, আলাপ করা, বলা, কওয়া, জানানো, কথায় প্রকাশ করা, উচ্চারণ করা) মূল ক্রিয়াটি অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ রূপেই আছে।

رَبِّ (হে আমার প্রতিপালক): رَبَّ (প্রতিপালক হওয়া, প্রভু হওয়া, লালনপালন করা, প্রতিপালন করা, বড়ো করে তোলা, কর্তৃত্ব করা, নিয়ন্ত্রণ করা, বৃদ্ধি করা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য رَبٌّ (প্রতিপালক, রব, প্রভু, শাসক); শব্দটি সংযুক্ত-সর্বনাম ـِي (আমার)-এর মুদাফ হওয়ায় তানবীন উঠে গেছে এবং সংযুক্ত-সর্বনাম ـِي শেষে যুক্ত হয়ে رَبِّـيْ হয়েছে; এখানে সংযুক্ত-সর্বনাম ـِي এর ي বিলুপ্ত হওয়ায় رَبِّ হয়েছে।

إِنِّي (নিশ্চয় আমি): শব্দটি ক্রিয়া-বিশেষণ إِنَّ (নিশ্চয়) ও স্বতন্ত্র-সর্বনাম أَنَا (আমি)-এর মিলিত রূপ।

دَعَوْتُ (আমি দাওয়াত দিয়েছি): শব্দটি دَعَا (دَعَوَ) (ডাক দেওয়া, আহ্বান করা, তলব করা, উচ্চৈ:স্বরে ডাকা, সাহায্যের জন্য ডাকা, আমন্ত্রণ করা, আবেদন করা, মিনতিপূর্ণভাবে আহবান করা) মূল ক্রিয়ার অতীতকাল, উত্তম পুরুষ, একবচন রূপ।

قَوْمِي (আমার সম্প্রদায়কে): قَامَ (قَوَمَ) (উঠে দাঁড়ানো, খাড়া হওয়া, অবস্থান করা, স্থিরভাবে দাঁড়ানো, উঠে পড়া, সালাতে দাঁড়ানো, কায়েম হওয়া) মূল ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য قَوْمٌ (জাতি, সম্প্রদায়, বংশ, গোত্র, দল, লোকজন); শব্দটি সংযুক্ত-সর্বনাম ـِي (আমার)-এর মুদাফ হওয়ায় তানবীন উঠে গেছে এবং মুদাফ-ইলায়হি সংযুক্ত-সর্বনাম ـِي শেষে যুক্ত হওয়ায় قَوْمِي হয়েছে।

لَيْلًا (রাত্রিতে): لَيْلٌ (রাত, রাত্রি, রাত্র, রজনী, নিশি, রাত্রিকাল, সূর্যাস্ত হতে সূর্যাদয় পর্যন্ত সময়) শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় لَيْلًا হয়েছে।

وَنَهَارًا (এবং দিবসে): نَـهَرَ (বেগে প্রবাহিত হওয়া, প্রচুর পরিমানে নির্গত হওয়া, তিরস্কার/ ভর্ৎসনা করা, ধমক দেওয়া, তাড়িয়ে দেওয়া) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য نَـهَارٌ (দিন, দিবস, দিবা, সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়); শব্দটি لَيْلًا -কে অনুসরণ করায় نَهَارًا হয়েছে; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

فَلَمْ (অতএব নাই): শব্দটি সংযোজক অব্যয় فَ (অতএব) ও ক্রিয়া-বিশেষণ لَـمْ (না)-এর মিলিত রূপ।

يَزِدْهُمْ (তাদের বৃদ্ধি করেছে): زَادَ (زَيَدَ) (বৃদ্ধি করা, বাড়ানো, অধিক হওয়া, সংখ্যায় মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া) মূল ক্রিয়ার বর্তমানকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, যুসীভভাব রূপ يَزِدْ ; শেষে যুক্ত রয়েছে সংযুক্ত-সর্বনাম هُمْ (তাদের)।

دُعَائِي (আমার আহবান): دَعَا (دَعَوَ) (ডাক দেওয়া, আহ্বান করা, তলব করা, উচ্চৈ:স্বরে ডাকা, সাহায্যের জন্য ডাকা, আমন্ত্রণ করা, আবেদন করা, মিনতিপূর্ণভাবে আহবান করা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য دُعَاءٌ (আহ্বান, ডাক, প্রার্থনা, ঐকান্তিক যাচঞা); শব্দটি সংযুক্ত-সর্বনাম ـِي (আমার)-এর মুদাফ হওয়ায় তানবীন উঠে গেছে এবং মুদাফ-ইলায়হি সংযুক্ত-সর্বনাম ـِي শেষে যুক্ত হওয়ায় دُعَائِي হয়েছে।

إِلَّا فِرَارًا (ব্যতীত পলায়ন প্রবণতা): فَرَّ (পলায়ন করা, পালিয়ে যাওয়া, পালানো, কোনো দিকে ধাবিত হওয়া)

মূল ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য فِرَارٌ (পলায়ন, পালানো, ভাগন, চম্পট, পালিয়ে যাবার কাজ); শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় فِرَارًا হয়েছে; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় إِلَّا (ব্যতীত)।

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوْا اسْتِكْبَارًا (٧)

আয়াত ৭: 'আমি যখনই উহাদেরকে আহ্বান করি যাতে তুমি উহাদেরকে ক্ষমা কর, উহারা কানে অঙ্গুলী দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজেদেরকে ও জিদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।

وَإِنِّي (এবং নিশ্চয় আমি): ক্রিয়া-বিশেষণ إِنَّ (নিশ্চয়) ও স্বতন্ত্র-সর্বনাম أَنَا (আমি)-এর মিলিত রূপ إِنِّي; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

كُلَّمَا (যখনই): كَلَّ (ক্লান্ত হওয়া, পরিশ্রান্ত হওয়া, নিস্তেজ হওয়া, ভোঁতা হওয়া, দীর্ঘস্থায়ী পীড়নের ফলে দুর্বল হওয়া) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য كُلَّمَا (যখনই, প্রতিবার)।

دَعَوْتُهُمْ (আমি আহ্বান করি তাদেরকে): دَعَا (دَعَوَ) (ডাক দেওয়া, আহ্বান করা, তলব করা, উচ্চৈ:স্বরে ডাকা, সাহায্যের জন্য ডাকা, আমন্ত্রণ করা, আবেদন করা, মিনতিপূর্ণভাবে আহবান করা) মূল ক্রিয়ার অতীতকাল, উত্তম পুরুষ, একবচন রূপ دَعَوْتُ ; কর্ম হিসেবে শেষে যুক্ত রয়েছে সংযুক্ত-সর্বনাম هُمْ (তাদেরকে)।

لِتَغْفِرَ (যাতে তুমি ক্ষমা করো): غَفَرَ (ক্ষমা করা, মার্জনা করা, ঢেকে দেওয়া, আড়াল করা, আচ্ছন্ন করা, সুরক্ষিত করা, মাফ করে দেওয়া) মূল ক্রিয়ার বর্তমানকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, সাপেক্ষভাব রূপ تَغْفِرَ; নিয়ামক হিসেবে পূর্বে যুক্ত রয়েছে সংযোজক অব্যয় لِ (যাতে, যেন, নিমিত্তে, উদ্দেশ্যে)।

لَهُمْ (উহাদেরকে): শব্দটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় لِ (জন্য) ও সংযুক্ত-সর্বনাম هُمْ (তার)-এর মিলিত রূপ; هُمْ -এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে لِ পরিবর্তিত হয়ে لَ হয়েছে।

جَعَلُوْا (উহারা করে/ দেয়): শব্দটি جَعَلَ (করা, কাজ করা, বানানো, তৈরি করা, গঠন করা, নির্ধারণ করা, আরোপ করা, নিয়োগ করা, আকড়িয়ে ধরা, শ্রদ্ধা করা, গণ্য করা) মূল ক্রিয়ার অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ রূপ।

أَصَابِعَهُمْ (তাদের অঙ্গুলী): صَبَعَ (অঙ্গুলিনির্দেশ করা, কারো দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য إِصْبَعٌ (আঙ্গুল, অঙ্গুলি, কাঠি), বহুবচন أَصَابِعُ; শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় أَصَابِعَ হয়েছে; মুদাফ-ইলায়হি হিসেবে শেষে যুক্ত রয়েছে সংযুক্ত-সর্বনাম هُمْ (তাদের)।

فِي آذَانِهِمْ (তাদের কানে): أَذِنَ (অনুমতি দেওয়া, হুকুম দেওয়া, শুনতে পাওয়া, জানতে পারা, কান পেতে শোনা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য أُذُنٌ (কান, কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয়), বহুবচন اٰذَانٌ ; শব্দটি সংযুক্ত-সর্বনাম هِمْ(তাদের)-এর মুদাফ হওয়ায় তানবীন উঠে গেছে এবং পূর্বে সম্বন্ধসূচক অব্যয় فِيْ (মধ্যে) থাকায় آذَانِ হয়েছে।

وَاسْتَغْشَوْا (এবং তারা নিজেদেরকে আবৃত করে): غَشِيَ (আচ্ছাদিত করা, ঢেকে দেওয়া, ছেয়ে ফেলা, আবৃত করা, ছদ্মবেশ পরানো, আড়াল করা, অন্ধকার হওয়া) মূল ক্রিয়ার ১০নং ফরম اِسْتَغْشَى (পোশাক দ্বারা নিজেকে আবৃত করা)-এর অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, পুংলিঙ্গ রূপ اِسْتَغْشَوْا; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

ثِيَابَهُمْ (তাদের বস্ত্র): ثَابَ (ثَوَبَ)(ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা, আরোগ্যলাভ করা, সুস্থ হয়ে ওঠা সঙ্গে) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য ثَوْبٌ (জামা-কাপড়, পোশাক, বস্ত্র, ভসন, পরিধেয়, পরিচ্ছদ), বহুবচন ثِيَابٌ; শব্দটি সংযুক্ত-সর্বনাম هُمْ (তার)-এর মুদাফ হওয়ায় তানবীন উঠে গেছে এবং বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় ثِيَابَ হয়েছে।

وَأَصَرُّوْا (ও তারা জিদ করতে থাকে): صَرَّ (জোরে শব্দ করা) মূল ক্রিয়ার ৪নং ফরম أَصَرَّ (পীড়াপীড়ি করা, জিদ ধরা, গোঁ ধরা, একগুঁয়েমি করা, নাছড়বান্দার মত অটল থাকা, লেগে থাকা, সঙ্কল্প করা, কোনো কিছুর পুনরাবৃত্তি করা)-এর অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, পুংলিঙ্গ রূপ أَصَرُّوْا; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

وَاسْتَكْبَرُوْا (এবং তারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে): كَبُرَ (বড়ো হওয়া, বিরাট হওয়া, বৃহৎ হওয়া, আকার/ পরিমাণে সাধারণের উর্ধ্বে হওয়া, বিশিষ্ট হওয়া, গুরুত্বপূর্ণ হওয়া, শোচনীয় বিষয় হওয়া) মূল ক্রিয়ার ১০নং ফরম اِسْتَكْبَرَ (গর্ব করা, অহঙ্কার করা, নিজেকে বড়ো মনে করা, ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করা)-এর অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, পুংলিঙ্গ রূপ اِسْتَكْبَرُوْا; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

اسْتِكْبَارًا (অতিশয় ঔদ্ধত্য): اِسْتَكْبَرَ (উপরে দেখুন) ১০নং ফরম ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য اِسْتِكْبَارٌ (ঔদ্ধত্য, গর্ব, অহঙ্কার); শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় اِسْتِكْبَارًا হয়েছে।

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (٨) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (٩

আয়াত ৮: 'অতঃপর আমি উহাদেরকে আহ্বান করেছি প্রকাশ্যে, **আয়াত ৯:** 'পরে আমি উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করেছি ও উপদেশ দিয়েছি গোপনে।'

ثُمَّ إِنِّي (অতঃপর নিশ্চয় আমি): ক্রিয়া-বিশেষণ إِنَّ (নিশ্চয়) ও স্বতন্ত্র-সর্বনাম أَنَا (আমি)-এর মিলিত রূপ إِنِّي; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় ثُمَّ (অতঃপর)।

دَعَوْتُهُمْ (তাদেরকে আহ্বান করেছি): دَعَا (دَعَوَ) (ডাক দেওয়া, আহ্বান করা, তলব করা, উচ্চৈ:স্বরে ডাকা, সাহায্যের জন্য ডাকা, আমন্ত্রণ করা, আবেদন করা, মিনতিপূর্ণভাবে আহবান করা) মূল ক্রিয়ার অতীতকাল, উত্তম পুরুষ, একবচন রূপ دَعَوْتُ ; কর্ম হিসেবে শেষে যুক্ত রয়েছে সংযুক্ত-সর্বনাম هُمْ (তাদেরকে)।

جِهَارًا (প্রকাশ্যে): جَهَرَ (প্রকাশ হওয়া, স্পষ্ট হওয়া, প্রকাশ পাওয়া, আত্মপ্রকাশ করা, প্রকাশিত হওয়া, ছড়িয়ে যাওয়া, উচ্চস্বরে বলা) মূল ক্রিয়ার ৩নং ফরমের ক্রিয়া-বিশেষ্য جِهَارًا (জনসমক্ষে, প্রকাশ্যে, খোলাখুলিভাবে)।

ثُمَّ إِنِّي (অতঃপর আমি): উপরে দেখুন।

أَعْلَنْتُ (আমি উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করেছি): শব্দটি عَلَنَ (উন্মুক্ত হওয়া, প্রতীয়মান হওয়া, প্রকাশ্য হওয়া, জ্ঞাত হওয়া) মূল ক্রিয়ার ৪নং ফরম أَعْلَنَ (প্রকাশ করা, ঘোষণা করা, বিজ্ঞপ্তি দেওয়া, উচ্চস্বরে প্রচার করা)-এর অতীতকাল, উত্তম পুরুষ, একবচন রূপ।

لَهُمْ (তাদের নিকট): শব্দটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় لِ (জন্য) ও সংযুক্ত-সর্বনাম هُمْ (তার)-এর মিলিত রূপ; هُمْ -এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে لِ পরিবর্তিত হয়ে لَ হয়েছে।

وَأَسْرَرْتُ (এবং আমি গোপনেও করেছি): سَرَّ (খুশী করা, আনন্দ দেওয়া, রমণীয় করা, প্রীতিকর করা, উল্লাসিত করা, উদ্দীপ্ত করা) মূল ক্রিয়ার ৪নং ফরম أَسَرَّ (আনন্দ দেওয়া, গোপন করা, লুকানো, ছদ্মবেশ ধারণ করা, আচ্ছন্ন করা, আত্মগোপন করা, গোপনতা অর্পণ করা, গোপন আলোচনা করা, প্রতীয়মান করা, বিশ্বাস করে গোপন কথা বলা)-এর অতীতকাল, উত্তম পুরুষ, একবচন রূপ أَسْرَرْتُ; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

لَهُمْ (তাদেরকে): উপরে দেখুন।

إِسْرَارًا (গোপন প্রচার): أَسَرَّ (উপরে দেখুন) ৪নং ফরম ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য إِسْرَارٌ গোপনতা); শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় إِسْرَارًا হয়েছে।

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١)

আয়াত ১০: আমি বলেছি, 'তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি তো মহাক্ষমাশীল, আয়াত **১১:** 'তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন,

فَقُلْتُ (অতএব আমি বলেছি): قَالَ (قَوَلَ) (কথা বলা, আলাপ করা, বলা, কওয়া, জানানো, কথায় প্রকাশ করা, উচ্চারণ করা) মূল ক্রিয়ার অতীতকাল, উত্তম পুরুষ, একবচন রূপ قُلْتُ;পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় فَ (অতএব)।

اسْتَغْفِرُوْا (তোমারা ক্ষমা প্রার্থনা করো): শব্দটি غَفَرَ (ক্ষমা করা, মার্জনা করা, ঢেকে দেওয়া, আড়াল করা, আচ্ছন্ন করা, সুরক্ষিত করা, মাফ করে দেওয়া) মূল ক্রিয়ার ১০নং ফরম اِسْتَغْفَرَ (ক্ষমা চাওয়া, মাফ চাওয়া, মার্জনা প্রার্থনা করা)-এর অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, পুংলিঙ্গ রূপ।

رَبَّكُمْ (তোমাদের প্রতিপালকের নিকট): رَبَّ (প্রতিপালক হওয়া, প্রভু হওয়া, লালনপালন করা, প্রতিপালন করা, বড়ো করে তোলা, কর্তৃত্ব করা, নিয়ন্ত্রণ করা, বৃদ্ধি করা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য رَبٌّ (প্রতিপালক, রব, প্রভু, শাসক); শব্দটি সংযুক্ত-সর্বনাম كُمْ (তোমাদের)-এর মুদাফ হওয়ায় তানবীন উঠে গেছে এবং বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় رَبَّ হয়েছে।

إِنَّهُ (নিশ্চয় তিনি): শব্দটি ক্রিয়া-বিশেষণ إِنَّ (নিশ্চয়) ও স্বতন্ত্র-সর্বনাম هُوَ (সে, তিনি)-এর মিলিত রূপ।

كَانَ (তিনি হচ্ছেন): كَانَ (كَوَنَ) (হওয়া, হয়, আছে, ছিল, থাকা, ঘটা) মূল ক্রিয়াটি অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ রূপেই আছে।

غَفَّارًا (তিনি তো মহাক্ষমাশীল): শব্দটি غَفَرَ (ক্ষমা করা, মার্জনা করা, ঢেকে দেওয়া, আড়াল করা, আচ্ছন্ন করা, সুরক্ষিত করা, মাফ করে দেওয়া) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য غَفَّارٌ (ক্ষমাপরায়ণ, ক্ষমাশীল, ক্ষমাবান, অতি ক্ষমাশীল); শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় غَفَّارًا হয়েছে।

يُرْسِلِ (তিনি প্রেরণ করবেন): رَسِلَ (কেশ দীর্ঘ হওয়া, ঝুলে পড়া, দূত প্রেরণ করা) মূল ক্রিয়ার ৪নং ফরম أَرْسَلَ (প্রেরণ করা, পাঠানো, মুক্তি দেওয়া, অব্যাহতি দেওয়া)-এর বর্তমানকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, যুসীভভাব রূপ يُرْسِلْ; এর শেষ অক্ষরে যজম থাকায় এবং পরবর্তী শব্দের প্রথমে হরকত বিহীন (সংযোগকারী) আলিফ থাকায় يُرْسِلِ লেখা হয়েছে।

السَّمَاءَ (আকাশ; এখানে বৃষ্টিপাত): سَمَا (سَمَوَ) (উঁচু হওয়া, উত্তোলন করা, খাড়া করা, উপরে উঠানো, অভিজাত হওয়া) মূল ক্রিয়ার অন্তর্গত একটি বিশেষ্য سَمَاءٌ (আকাশ, আসমান, গগন, উর্ধ্বলোক); এর সঙ্গে নির্দিষ্ট আর্টিকেল الْ (টি) যুক্ত হওয়ায় السَّمَاءُ হয়েছে; শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় السَّمَاءَ হয়েছে।

عَلَيْكُمْ (তোমাদের উপর/ জন্য): শব্দটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় عَلَيْ (উপর, জন্য) ও সংযুক্ত-সর্বনাম كُمْ (তোমাদের)-এর মিলিত রূপ।

مِدْرَارًا (প্রচুর): دَرَّ (প্রচুর পরিমাণে প্রবাহিত হওয়া, অঢেল হওয়া, প্রচুর হওয়া, পর্যাপ্ত হওয়া, স্বাভাবিক বিকাশ/ বৃদ্ধি হিসাবে আসা, উজ্জ্বল হওয়া) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য مِدْرَارٌ (প্রচুর বৃষ্টি, প্রচুর, পর্যাপ্ত, বেগবান)।

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (١٢) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا

আয়াত ১২: 'তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা; আয়াত ১৩: 'তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছ না!

وَيُمْدِدْكُمْ (এবং তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন): مَدَّ (প্রসারিত করা, প্রসারিত হওয়া, বিস্তৃত করা, ফোলানো, ছড়ানো, ছড়িয়ে পড়া, টেনে বাড়ানো, মেলে দেওয়া, দীর্ঘায়িত করা, সম্প্রসারিত করা) মূল ক্রিয়ার ৪নং ফরম أَمَدَّ (সাহায্য করা, সহায়তা করা, শক্তিবৃদ্ধি করা, সময় দেওয়া, অবকাশ দেওয়া, দীর্ঘায়িত করা, বাড়িয়ে দেওয়া, প্রাচুর্যপূর্ণ করা)-এর বর্তমানকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, যুসীভভাব রূপ يُمْدِدْ; কর্ম হিসেবে শেষে যুক্ত রয়েছে সংযুক্ত-সর্বনাম كُمْ (তোমাদের); পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

بِأَمْوَالٍ (ধন-সম্পদে): مَالَ (مَوَلَ) (সম্পদশালী হওয়া, ধনী হওয়া) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য مَالٌ (ধন, সম্পদ, বিষয় সম্পত্তি, অর্থ, তহবিল, মাল, পণ্য, পশু-সম্পদ), বহুবচন أَمْوَالٌ; এর পূর্বে সম্বন্ধসূচক অব্যয় بِ (দ্বারা, সাথে) যুক্ত থাকায় بِأَمْوَالٍ হয়েছে।

وَبَنِيْنَ (ও সন্তান-সন্ততিতে): بَنَى (নির্মাণ করা, গড়া, বানানো, গঠন করা, তৈরি করা, একত্রে সংস্থাপন করে খাড়াভাবে স্থাপন করা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য اِبْنٌ (মৌলিক রূপ بَنَوٌ; পুত্র, ছেলে, তনয়, বংশধর), এর একটি বহুবচন (সম্বন্ধকারক) রূপ بَنِيْنَ; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

وَيَجْعَلْ (এবং তিনি সৃষ্টি করবেন): جَعَلَ (করা, কাজ করা, বানানো, তৈরি করা, গঠন করা, নির্ধারণ করা, আরোপ করা, স্থাপন করা, নিয়োগ করা, আকড়িয়ে ধরা, শ্রদ্ধা করা, গণ্য করা) মূল ক্রিয়ার বর্তমানকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, যুসীভভাব রূপ يَجْعَلْ; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

لَكُمْ (তোমাদের জন্য): শব্দটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় لِ (জন্য) ও সংযুক্ত-সর্বনাম كُمْ (তোমাদের)-এর মিলিত রূপ; كُمْ-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে لِ পরিবর্তিত হয়ে لَ হয়েছে।

جَنَّاتٍ (উদ্যান): جَنَّ (অন্ধকার হওয়া, ঢেকে রাখা, গোপন থাকা, লুকিয়ে রাখা, আবৃত থাকা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য جَنَّةٌ (বাগান, উদ্যান, বাগিচা, জান্নাত, বেহেশ্‌ত), বহুবচন جَنَّاتٌ; শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় جَنَّاتٍ হয়েছে।

وَيَجْعَلْ (ও তিনি [প্রবাহিত] করবেন): উপরে দেখুন।

لَكُمْ (তোমাদের জন্য): উপরে দেখুন।

أَنْهَارًا (নদী-নালা): نَـهَرَ (বেগে প্রবাহিত হওয়া, প্রচুর পরিমানে নির্গত হওয়া, তিরস্কার/ ভর্ৎসনা করা, ধমক দেওয়া, তাড়িয়ে দেওয়া) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য نَـهَـرٌ (নদী, স্রোতস্বিনী, তটিনী), বহুবচন أَنْهَارٌ; শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় أَنْهَارًا হয়েছে।

مَا لَكُمْ (তোমাদের কী হয়েছে): لَكُمْ (তোমাদের জন্য; উপরে দেখুন)-এর পূর্বে রয়েছে প্রশ্নবোধক সর্বনাম مَا (কী?)

لَا تَرْجُوْنَ (তোমরা আশা/ স্বীকার করছো না): رَجَا (رَجَوَ) (আশা করা, ভরসা করা, প্রত্যাশা করা, প্রতীক্ষা করা, কিছুর জন্য আশা করা) মূল ক্রিয়ার বর্তমানকাল, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, পুংলিঙ্গ রূপ تَرْجُوْنَ; পূর্বে রয়েছে ক্রিয়া-বিশেষণ لَا (না)।

لله (আল্লাহ্‌র জন্য): اللهُ শব্দটির সঙ্গে সম্বন্ধসূচক অব্যয় لِ (জন্য) যুক্ত থাকায় لله হয়েছে।

وَقَارًا (শ্রেষ্ঠতা): وَقَرَ (ভেঙ্গে ফেলা, ফাটিয়ে দেওয়া, ফাটল ধরানো, বধির করে দেওয়া) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য وَقَارٌ (গুরুত্ব, সম্মান, মর্যাদা, শ্রদ্ধা, শ্রেষ্ঠতা, গাম্ভীর্য); শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় وَقَارًا হয়েছে।

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (١٤) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا (١٥)

আয়াত ১৪: অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে, আয়াত **১৫:** তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই, আল্লাহ্‌ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমন্ডলী ?

وَقَدْ خَلَقَكُمْ (অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন): خَلَقَ (সৃষ্টি করা, তৈরি করা, বানানো, উদ্ভাবন করা, আকার/ আকৃতি দান করা, অবয়ব/ রূপ গঠন করা, কোনো জিনিস নিখুঁত ভাবে মাপা, সঠিকভাবে বিস্তার নির্ধারণ করা) মূল ক্রিয়াটি অতীতকাল, প্রথম পুরুষএকবচন, পুংলিঙ্গ রূপেই আছে; কর্ম হিসেবে শেষে যুক্ত রয়েছে সংযুক্ত-সর্বনাম كُمْ (তোমাদের); পূর্বে রয়েছে ওয়াও-উল হাল (সংযোজক অব্যয়) وَ (অথচ) ও ক্রিয়া-বিশেষণ قَدْ (অবশ্যই)।

أَطْوَارًا (পর্যায়ক্রমে): طَارَ (طَوَرَ) (সন্নিকটে আসতে থাকা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য طَوْرٌ (অবস্থা, ধাপ, স্তর, পদ্ধতি), বহুবচন أَطْوَارٌ; শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় أَطْوَارًا হয়েছে।

أَلَمْ تَرَوْا (তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই): رَأَى (দেখা, প্রত্যক্ষ করা, অবহিত হওয়া, গোচরে আসা, পর্যবেক্ষণ করা, লক্ষ্য করা, ভেবে দেখা, উপলব্ধি করা, চিন্তা করা) মূল ক্রিয়ার বর্তমানকাল, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, যুসীভভাব রূপ تَرَوْا; নিয়ামক হিসেবে পূর্বে রয়েছে ক্রিয়া-বিশেষণ لَمْ (না, নাই, নয়); এর পূর্বে রয়েছে অপর ক্রিয়া-বিশেষণ أَ (কি?)।

كَيْفَ خَلَقَ اللهُ (আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন): خَلَقَ (উপরে দেখুন)-এর পূর্বে রয়েছে ক্রিয়া-বিশেষণ كَيْفَ (কিভাবে) এবং শেষে রয়েছে কর্তা হিসেবে اللهُ।

سَبْعَ (সাত): سَبْعٌ (সাত) শব্দটি سَمَوَاتٍ -এর মুদাফ হওয়ায় তানবীন উঠে গেছে এবং বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় سَبْعَ হয়েছে।

سَمَوَاتٍ (আকাশমন্ডলী): سَمَا (سَمَوَ) (উঁচু হওয়া, উত্তোলন করা, খাড়া করা, উপরে উঠানো, অভিজাত হওয়া) মূল ক্রিয়ার অন্তর্গত একটি বিশেষ্য سَمَاءٌ (আকাশ, আসমান, গগন, উর্ধ্বলোক), বহুবচন سَمَوَاتٌ; শব্দটি سَبْعَ -এর মুদাফ-ইলায়হি হওয়ায় سَمَوَاتٍ হয়েছে।

طِبَاقًا (স্তরে স্তরে বিন্যস্ত): طَبَقَ (আবৃত করা, ছেয়ে ফেলা, ভারাবনত করা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য طَبَقَةٌ (স্তর, শ্রেণী, মান, আসমানের স্তর বিন্যাস, একটির উপর অপরটির বিন্যাস), বহুবচন طِبَاقٌ; শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় طِبَاقًا হয়েছে।

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (١٦) وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (١٧)

আয়াত ১৬: এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে; আয়াত **১৭:** 'তিনি তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মৃত্তিকা হতে;

وَجَعَلَ (এবং তিনি [স্থাপন] করেছেন): جَعَلَ (করা, কাজ করা, বানানো, তৈরি করা, গঠন করা, নির্ধারণ করা, আরোপ করা, স্থাপন করা, নিয়োগ করা, আকড়িয়ে ধরা, শ্রদ্ধা করা, গণ্য করা) মূল ক্রিয়াটি অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ রূপেই আছে; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

الْقَمَرَ (চন্দ্রকে): قَمِرَ (তূষারবর্ণ হওয়া, সাদা হওয়া, শুভ্র হওয়া) মূল ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য قَمَرٌ (চাঁদ, চন্দ্র,

উপগ্রহ); এর সঙ্গে নির্দিষ্ট আর্টিকেল اَلْ (টি) যুক্ত হওয়ায় এবং শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় اَلْقَمَرَ হয়েছে।

فِيْهِنَّ (তাদের মধ্যে): শব্দটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় فِيْ (মধ্যে) ও সংযুক্ত-সর্বনাম هِنَّ (তাদের)-এর মিলিত রূপ।

نُوْرًا (আলোরূপে): نَارَ (نَوَرَ) (আলো দেওয়া, আলো প্রতিফলিত হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, দীপ্তিময় হওয়া, জ্যোতির্ময় হওয়া, চকচক করা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য نُوْرٌ (আলো, জ্যোতি, উজ্জ্বলতা); শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় نُوْرًا হয়েছে।

وَجَعَلَ (ও তিনি [স্থাপন] করেছেন): উপরে দেখুন।

اَلشَّمْسَ (সূর্যকে): شَمَسَ (একগুঁয়ে হওয়া, অবাধ্য হওয়া, কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে সামনে বাড়তে অনিচ্ছুক হওয়া, রৌদ্রোজ্জ্বল হওয়া, সূর্যের আলোয় চক চক করা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য شَمْسٌ (সূর্য, রবি, দিবাকর, প্রভাকর); এর সঙ্গে নির্দিষ্ট আর্টিকেল اَلْ (টি) যুক্ত হওয়ায় এবং শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় اَلشَّمْسَ হয়েছে।

سِرَاجًا (প্রদীপরূপে): سَرِجَ (আলো দেওয়া, আলো প্রতিফলিত করা, উজ্জ্বল হওয়া, দীপ্তিময় হওয়া, ঝিলিক দেওয়া, সুন্দর হওয়া) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য سِرَاجٌ (যা আলো বিকিরণ করে, প্রদীপ, বাতি, চেরাগ, আলোর উৎস); শব্দটি اَلشَّمْسَ -কে অনুসরণ করায় سِرَاجًا হয়েছে।

وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ (এবং আল্লাহ তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন): نَبَتَ (উদ্গত হওয়া, গজানো, অঙ্কুরিত হওয়া, গাছপালা উৎপন্ন হওয়া, উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়া) মূল ক্রিয়ার ৪নং ফরম أَنْبَتَ (উদ্গত করা, অঙ্কুরিত করা, জন্মানো, উৎপাদন করা, উদ্ভূত করা, পল্লবিত করা, উৎপন্ন করা, জন্মানো) ক্রিয়াটি অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ রূপেই আছে; কর্ম হিসেবে শেষে যুক্ত রয়েছে সংযুক্ত-সর্বনাম كُمْ (তোমাদেরকে); পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং) ও কর্তা হিসেবে اللهُ ।

مِنَ الْأَرْضِ (মৃত্তিকা হতে): اَلْأَرْضُ (পৃথিবী, ধরণী, ধরিত্রী)-এর পূর্বে সম্বন্ধসূচক অব্যয় مِنْ (হতে) থাকায় اَلْأَرْضِ হয়েছে; مِنْ -এর শেষ অক্ষরে যজম থাকায় এবং এর পরবর্তী শব্দের প্রথমে হরকত বিহীন (সংযোগকারী) আলিফ থাকায় مِنَ লেখা হয়েছে।

نَبَاتًا (উৎপাদিত): نَبَتَ (উদ্গত হওয়া, গজানো, অঙ্কুরিত হওয়া, গাছপালা উৎপন্ন হওয়া, উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়া) মূল ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য نَبَاتٌ (গাছপালা, লতাগুল্ম, উদ্ভিদজগৎ, সমষ্টিবাচকভাবে যা কিছু মাটি হতে উৎপন্ন হয়); শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় نَبَاتًا হয়েছে।

ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (١٨) وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (١٩) لِتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (٢٠)

আয়াত ১৮: 'অতঃপর উহাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন, **আয়াত ১৯:** 'এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত। **আয়াত ২০:** 'যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পারো প্রশস্ত পথে।'

ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ (অতঃপর তিনি প্রত্যাবৃত্ত করবেন তোমাদেরকে): عَادَ (عَوَدَ) (ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা, ফেরত পাঠানো, ফিরে যাওয়া, পুনরাবৃত্তি করা, পুনরায় নতুন করা) মূল ক্রিয়ার ৪নং ফরম أَعَادَ (ফিরিয়ে আনা, ফিলিয়ে দেওয়া, ফেরত দেওয়া, প্রত্যাবর্তন করানো, পূর্বাবস্থায় নেওয়া, পুনরাবৃত্তি করা, পুনরায় করা)-এর বর্তমানকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ রূপ يُعِيْدُ; কর্ম হিসেবে শেষে যুক্ত রয়েছে সংযুক্ত-সর্বনাম كُمْ (তোমাদেরকে); পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় ثُمَّ (অতঃপর)।

فِيْهَا (উহাতে): শব্দটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় فِيْ (মধ্যে) ও সংযুক্ত-সর্বনাম هَا (উহার, তার)-এর মিলিত রূপ।

وَيُخْرِجُكُمْ (এবং তিনি বের/ পুনরুত্থিত করবেন): خَرَجَ (বাইরে যাওয়া, বাহির হওয়া, বাহির হয়ে আসা, নির্গত হওয়া, প্রস্থান করা) মূল ক্রিয়ার ৪নং ফরম أَخْرَجَ (বের করে দেওয়া, বহিস্কার করা, উপস্থিত করা, উপস্থাপন করা, তাড়িয়ে দেওয়া, প্রকাশ করা, উৎপন্ন করা, আবির্ভাব করা, পুনরুত্থিত করা, প্রসারিত করা)-এর বর্তমানকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ রূপ يُخْرِجُ ; শেষে যুক্ত রয়েছে সংযুক্ত-সর্বনাম كُمْ (তোমাদেরকে); পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

إِخْرَاجًا (বহিষ্করণ): أَخْرَجَ (উপরে দেখুন) ৪নং ফরম ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য إِخْرَاجٌ (বেরকরণ, বিতাড়ন, বহিষ্কার, বহিষ্করণ, নিষ্কাশন, নির্বাসন, প্রকাশ, অপসরণ, উৎপাদন, প্রসব); শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় إِخْرَاجًا হয়েছে।

وَاللهُ جَعَلَ (এবং আল্লাহ্ করেছেন): جَعَلَ (করা, কাজ করা, বানানো, তৈরি করা, গঠন করা, নির্ধারণ করা, আরোপ করা, স্থাপন করা, নিয়োগ করা, গণ্য করা) মূল ক্রিয়াটি অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ রূপেই আছে; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং) ও কর্তা হিসেবে اللهُ।

لَكُمُ (তোমাদের জন্য): শব্দটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় لِ (জন্য) ও সংযুক্ত-সর্বনাম كُمْ(তোমাদের)-এর মিলিত রূপ لَكُمْ (তোমাদের জন্য); كُمْ-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে لِ পরিবর্তিত হয়ে لَ হয়েছে; كُمْ -এর শেষ অক্ষরে যজম থাকায় এবং এর পরবর্তী শব্দের প্রথমে হরকত বিহীন আলিফ থাকায় كُمُ লেখা হয়েছে।

الْأَرْضَ (ভূমিকে): الْأَرْضُ (পৃথিবী, ধরণী, ধরিত্রী) শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় الْأَرْضَ হয়েছে।

بِسَاطًا (বিস্তৃত): بَسَطَ (বর্ধিত করা, সম্প্রসারিত করা, টেনে বড়ো করা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য بِسَاطٌ (বিছানা, শয্যা, মাদুর, কার্পেট, গালিচা, ছড়াড়ো কোনো জিনিস, বিস্তৃত ও উন্মুক্ত এলকা); শব্দটি الْأَرْضَ -কে অনুসরণ করায় بِسَاطًا হয়েছে।

لِتَسْلُكُوْا (যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পারো): سَلَكَ (প্রবেশ করানো, ঢোকানো, রাস্তা অনুসরণ করা, ভিতরে প্রবেশ করা, সঞ্চার করা, কোনো পথ দিয়ে চলা, সন্নিবেশিত করা, নিয়োজিত করা, কোনো গতিপথে প্রবেশ

করা) মূল ক্রিয়ার বর্তমানকাল, মধ্যম পুরুষ, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, সাপেক্ষভাব রূপ تَسْلُكُوْا ; নিয়ামক হিসেবে পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় لِ (যাতে, যেন, কারণে, নিমিত্তে)।

مِنْهَا (উহার): শব্দটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় مِنْ (হতে) ও সংযুক্ত-সর্বনাম هَا (উহার)-এর মিলিত রূপ।

سُبُلًا (পথে): سَبِيْلٌ (পথ, রাস্তা, পন্থা, পদ্ধতি, উপায়, কারণ), বহুবচন سُبُلٌ; শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় سُبُلًا হয়েছে।

فِجَاجًا (প্রশস্ত রাস্তা/ গিরিপথ): فَجَّ (ফাঁক করা, ফাটানো, দুই পা ফাঁক করে হাঁটা, দুই পা ফাঁক করা) মূল ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য فَجٌّ (পাহাড়/ পর্বতের মাঝ দিয়ে চলাচলের পথ, গিরিপথ, গভীর সঙ্কীর্ণ উপত্যকা, দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে অতিক্রম করার রাস্তা) বহুবচন فِجَاجٌ; শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় فِجَاجًا হয়েছে।

قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَـمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (٢١) وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا (٢٢)

আয়াত ২১: নূহ্ বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করে নাই।' আয়াত ২২: আর উহারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিল;

قَالَ نُوْحٌ (নূহ্ বলেছিল): قَالَ (قَوَلَ) (কথা বলা, আলাপ করা, বলা, কওয়া, জানানো, কথায় প্রকাশ করা, উচ্চারণ করা) মূল ক্রিয়ার অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ রূপেই আছে; এরপর রয়েছে কর্তা হিসেবে نُوْحٌ (নূহ আ.)।

رَّبِّ (হে আমার প্রতিপালক!): رَبَّ (প্রতিপালক হওয়া, প্রভু হওয়া, লালনপালন করা, প্রতিপালন করা, বড়ো করে তোলা, কর্তৃত্ব করা, নিয়ন্ত্রণ করা, বৃদ্ধি করা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য رَبٌّ (প্রতিপালক, রব, প্রভু, শাসক); শব্দটি সংযুক্ত সর্বনাম ـِي (আমার)-এর মুদাফ হওয়ায় তানবীন উঠে গেছে এবং মুদাফ-ইলায়হি হিসেবে শেষে যুক্ত হওয়ায় رَبِّيْ হয়েছে; এখানে সংযুক্ত-সর্বনাম ـِي এর ي বিলুপ্ত হওয়ায় رَبِّ হয়েছে; এখানে আবেগ-সূচক অব্যয় يَا (হে) উহ্য রয়েছে; তাজবীদের নিয়ম অনুযায়ী 'রা'-এর উপর তাশদীদ দেওয়া হয়েছে।

إِنَّهُمْ (নিশ্চয় তারা [আমার সম্প্রদায়]): শব্দটি ক্রিয়া-বিশেষণ إِنَّ (নিশ্চয়) এবং স্বতন্ত্র-সর্বনাম هُمْ (তারা)-এর মিলিত রূপ।

عَصَوْنِي (তারা অমান্য করেছে আমাকে): عَصَى (অবাধ্য হওয়া, অমান্য করা, বিদ্রোহ করা, বিরোধিতা করা, পাপ করা)মূল ক্রিয়ার অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, পুংলিঙ্গ রূপ عَصَوْ; কর্ম হিসেবে শেষে যুক্ত রয়েছে সংযুক্ত-সর্বনাম نِـي (আমাকে)।

وَاتَّبَعُوْا مَنْ (এবং তারা অনুসরণ করেছে তার): تَبِعَ (অনুসরণ করা, অনুগামী হওয়া, অধীন হওয়া, কারো পরে

আসা, চিহ্ন-রেখা অনুসরণ করা, পরে যাওয়া, পিছনে হাঁটা, ধরার জন্য পশ্চাদ্ধাবন করা) মূল ক্রিয়ার ৮নং ফরম اِتَّبَعَ (অনুসরণ করা, পিছনে পিছনে চলা, মান্য করা, স্থিরভাবে অনুসরণ করা)-এর অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, পুংলিঙ্গ রূপ اِتَّبَعُوْا; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং) ও শেষে রয়েছে সংযোজক সর্বনাম مَنْ (যে, যার) ।

لَمْ يَزِدْهُ (ইহা কিছুই বৃদ্ধি করে নাই তার [এমন লোকের]): زَادَ (زَيَدَ) (বৃদ্ধি করা, বাড়ানো, অধিক হওয়া, সংখ্যায় মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া) মূল ক্রিয়ার বর্তমানকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, যুসীভভাব রূপ يَزِدْ ; কর্ম হিসেবে শেষে যুক্ত রয়েছে সংযুক্ত-সর্বনাম هُ (তার); নিয়ামক হিসেবে পূর্বে রয়েছে ক্রিয়া-বিশেষণ لَمْ (না, নাই); ।

مَالُهُ (যার ধন-সম্পদ): مَالَ (مَوَلَ) (সম্পদশালী হওয়া, ধনী হওয়া) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য مَالٌ (ধন, সম্পদ, বিষয় সম্পত্তি, অর্থ, তহবিল, মাল, পণ্য, পশু-সম্পদ); শব্দটি সংযুক্ত-সর্বনাম هُ (তার)-এর মুদাফ হওয়ায় তানবীন উঠে গিয়ে مَالُ হয়েছে।

وَوَلَدُهُ (ও তার সন্তান-সন্ততি): وَلَدَ (জন্ম দেওয়া, সন্তান উৎপাদন করা, জনক হওয়া, প্রসব করা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য وَلَدٌ (পুত্র, ছেলে, বালক, সন্তান, বাচ্চাকাচ্চা); শব্দটি সংযুক্ত-সর্বনাম هُ (তার)-এর মুদাফ হওয়ায় তানবীন উঠে গিয়ে وَلَدُ হয়েছে; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

إِلَّا خَسَارًا (ব্যতীত ক্ষতি): خَسِرَ (ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, লোকসান দেওয়া, ধ্বংস হওয়া, পরাস্ত হওয়া, লোকসানের সম্মুখীন হওয়া) মূল ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য خَسَارٌ (সর্বনাশ, ক্ষতি লোকসান, ধ্বংস); শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় خَسَارًا হয়েছে; পূর্বে রয়েছে ক্রিয়া-বিশেষণ إِلَّا (ব্যতীত)।

وَمَكَرُوْا (আর তারা ষড়যন্ত্র করেছিল): مَكَرَ (ধোকা দেওয়া, প্রতারণা করা, কৌশল করা, ষড়যন্ত্র করা, প্রবঞ্চনা করা, চক্রান্ত করা, প্রতারণামূলক কাজ করা, কাউকে বোকা বানানো) মূল ক্রিয়ার অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, পুংলিঙ্গ রূপ مَكَرُوْا; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

مَكْرًا (ষড়যন্ত্র): مَكَرَ (উপরে দেখুন) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য مَكْرٌ (ষড়যন্ত্র, প্রতারণাপূর্ণ চালাকি, ফন্দি, কৌশল); শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় مَكْرًا হয়েছে।

كُبَّارًا (ভয়ানক): كَبُرَ (বড়ো হওয়া, বিরাট হওয়া, বৃহৎ হওয়া, আকার/ পরিমাণে সাধারণের উর্ধ্বে হওয়া, বিশিষ্ট হওয়া, গুরুত্বপূর্ণ হওয়া, শোচনীয় বিষয় হওয়া) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য كُبَّارٌ (বিশাল গুরুত্বের, অনেক বড়ো, ভয়ানক); শব্দটি مَكْرًا -কে অনুসরণ করায় كُبَّارًا হয়েছে।

وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا (٢٣)

আয়াত ২৩: এবং বলেছিল, 'তোমরা কখনও পরিত্যাগ করবে না তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করবে না ওয়াদ্, সুওয়া'আ, ইয়াগূস, ইয়া'ঊক ও নাস্রকে।

وَقَالُوْا (এবং তারা বলেছিল): قَالَ (قَوَلَ) (কথা বলা, আলাপ করা, বলা, কওয়া, জানানো, কথায় প্রকাশ করা, উচ্চারণ করা) মূল ক্রিয়ার অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, পুংলিঙ্গ রূপ قَالُوْا; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

لَا تَذَرُنَّ (তোমরা পরিত্যাগ করবে না): وَذَرَ (পরিত্যাগ করা, যেভাবে আছে সেভাবে থাকতে দেওয়া, যে রকম আছে সে রকমভাবে থাকতে দেওয়া, পিছনে ফেলে রেখে যাওয়া, কোনো কিছু ছেড়ে দেওয়া, স্বেচ্ছায় চলতে দেওয়া, চলে যেতে দেওয়া, কোনো স্থান ত্যাগ করে যাওয়া) মূল ক্রিয়ার বর্তমানকাল, মধ্যম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, যুসীভভাব জোরালো রূপ تَذَرُنَّ; পূর্বে রয়েছে ক্রিয়া-বিশেষণ لَا (না)।

اٰلِهَتَكُمْ (তোমাদের দেব-দেবীগুলিকে): أَلَهَ (উপাসনা করা, ভজনা করা, গভীরভাবে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা করা, ভক্তি করা, ইবাদত করা, কাউকে উপাসনার যোগ্য মনে করা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য إِلٰهٌ (অর্চনারযোগ্য, স্রষ্টা, প্রতিপালক, ব্যবস্থাপক, ক্ষমতাশালীপ্রভু, বিধি-বিধান দাতা, আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা, সাহায্যকারী, পাপমোচনকারী, উদ্ধারকর্তা, ত্রাণকর্তা, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষাকারী, মুক্তিদাতা; এখানে দেব-দেবী), বহুবচন اٰلِهَةٌ; শব্দটি সংযুক্ত-সর্বনাম كُمْ (তোমাদের)-এর মুদাফ হওয়ায় তানবীন উঠে গেছে এবং বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় اٰلِهَتَ হয়েছে।

وَلَا تَذَرُنَّ (এবং তোমরা পরিত্যাগ করবে না): لَا تَذَرُنَّ (তোমরা কখনও পরিত্যাগ করবে না; উপরে দেখুন)-এর পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

وَدًّا (ওয়াদ্): وَدَّ (পছন্দ করা, চাওয়া, কামনা করা, কোনো কিছুর অনুরাগী হওয়া, কোনো কিছুতে আসক্ত হওয়া, ভালোবাসা) মূল ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য وَدٌّ (ওয়াদ; একটা প্রতিমূর্তি যাকে শুরুতে নূহ আ. এর জাতি এবং পরবর্তীতে পৌত্তলিক আরবরা পূজা করত); শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় وَدًّا হয়েছে।

وَلَا سُوَاعًا (এবং সুওয়া'আকেও না): سُوَاعٌ (নূহ আ.-এর জাতির একটি দেবতার নাম); শব্দটি وَدًّا -কে অনুসরণ করায় سُوَاعًا হয়েছে; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং) ও ক্রিয়া-বিশেষণ لَا (না)।

وَلَا يَغُوْثَ (এবং ইয়াগূসকেও না): يَغُوْثُ (ইয়াগুথ) নুহ আ. এর জাতি ও পরবতী পৌত্তলিক আরবদের এক প্রতিমার নাম; শব্দটি سُوَاعًا -কে অনুসরণ করায় يَغُوْثَ হয়েছে; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং) ও ক্রিয়া-বিশেষণ لَا (না)।

وَيَعُوْقَ (এবং ইয়া'উককে): يَعُوْقُ (ইয়াউক) নুহ আ. এর জাতি ও পরবতী পৌত্তলিক আরবদের এক প্রতিমার নাম; শব্দটি يَغُوْثَ -কে অনুসরণ করায় يَعُوْقَ হয়েছে; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

وَنَسْرًا (ও নাস্‌রকে): نَسَرَ (অপসারিত করা, ঘষে তোলা, ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে ফেলা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য نَسْرٌ (ঈগল পাখী, শকুন, একটি মুর্তির নাম); শব্দটি يَعُوْقَ -কে অনুসরণ করায় نَسْرًا হয়েছে; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

وَقَدْ أَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ إِلَّا ضَلٰلًا (٢٤)

আয়াত ২৪: 'উহারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং জালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করো না।'

وَقَدْ أَضَلُّوْا (এবং উহারা অবশ্যই বিভ্রান্ত করেছে): ضَلَّ (পথভ্রষ্ট হওয়া, বিভ্রান্ত হওয়া, পথ হারানো, বিপথে যাওয়া, ভুল করা, ভুলে যাওয়া, ধোঁকা খাওয়া, প্রতারিত হওয়া, বিচ্যুত হওয়া, উধাও হওয়া, উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো, কারো ব্যাপারে ভুল করা, চিন্তা থেকে সরে যাওয়া, অন্তর্হিত হওয়া) মূল ক্রিয়ার ৪নং ফরম أَضَلَّ (পথভ্রষ্ট করা, বিভ্রান্ত করা, বিপথে চালিত করা, নষ্ট করে দেওয়া)-এর অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, পুংলিঙ্গ রূপ أَضَلُّوْا; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং) ও ক্রিয়া-বিশেষণ قَدْ (ইতোপূর্বে)।

كَثِيْرًا (অনেককে): كَثُرَ (বেশী হওয়া, অধিক হওয়া, অনেক হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য كَثِيْرٌ (প্রচুর, অনেক, বহু সংখ্যক); শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় كَثِيْرًا হয়েছে।

وَلَا تَزِدِ (এবং বৃদ্ধি পায় না): زَادَ (زَيَدَ) (বৃদ্ধি করা, বাড়ানো, অধিক হওয়া, সংখ্যায় মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া) মূল ক্রিয়ার বর্তমানকাল, মধ্যম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, যুসীভভাব রূপ تَزِدْ ; تَزِدْ -এর শেষ অক্ষরে যজম থাকায় এবং এর পরবর্তী শব্দের প্রথমে হরকত বিহীন (সংযোগকারী) আলিফ থাকায় تَزِدِ লেখা হয়েছে; নিয়ামক হিসেবে পূর্বে রয়েছে ক্রিয়া-বিশেষণ لَا (না); এর পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

الظّٰلِمِيْنَ (জালিমদের): ظَلَمَ (অন্যায় আচরণ করা, অত্যাচার করা, যুলুম করা, অবিচার করা, অত্যাচারী হওয়া, ক্ষতিকারক কাজ করা, কিছুতে অভাব হওয়া) মূল ক্রিয়ার কর্তা-বিশেষ্য ظَالِمٌ (যালিম, যে অন্যায় আচরণ করে, নির্যাতনকারী, অত্যাচারী, উৎপীড়ক), বহুবচন কর্মকারক ظَالِمِيْنَ; এর সঙ্গে নির্দিষ্ট আর্টিকেল اَلْ (টি) যুক্ত হওয়ায় الظّٰلِمِيْنَ হয়েছে।

إِلَّا ضَلٰلًا (ব্যতীত বিভ্রান্তি): ضَلَّ (পথভ্রষ্ট হওয়া, বিভ্রান্ত হওয়া; উপরে দেখুন) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য ضَلَالٌ (ভুল, বিভ্রান্তি, ভ্রম); শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় ضَلٰلًا হয়েছে; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় إِلَّا (ব্যতীত)।

مِمَّا خَطِيْٓئَاتِهِمْ أُغْرِقُوْا فَأُدْخِلُوْا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْصَارًا (٢٥)

আয়াত ২৫: উহাদের অপরাধের জন্য উহাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে উহাদেরকে দাখিল করা হয়েছিল দোযখে, অতঃপর উহারা কাউকেও আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় পায় নাই সাহায্যকারী।

مِمَّا (যা কিছ হতে): শব্দটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় مِنْ (হতে) ও সংযোজক সর্বনাম مَا (যা কিছু)-এর মিলিত রূপ।

خَطِيْٓئَاتِهِمْ (তাদের অপরাধের): خَطِئَ (ভুল করা, পাপ করা, অপরাধ করা, দোষ হওয়া, ভ্রান্ত হওয়া, ত্রুটি হওয়া) মূল ক্রিয়ার কর্তা-বিশেষ্য خَاطِئٌ (যে পাপ করে, পাপী, যে ভুল করে, যে অপরাধ করে), স্ত্রীলিঙ্গ রূপ خَاطِئَةٌ, বহুবচন (স্ত্রী) خَطِيْٓئَاتٌ; শব্দটি সংযুক্ত-সর্বনাম هِمْ (তাদের)-এর মুদাফ হওয়ায় তানবীন উঠে

গেছে এবং এর পূর্বে সম্বন্ধসূচক অব্যয় مِنْ (হতে) থাকায় خَطِيْئَاتِ হয়েছে।

أُغْرِقُوْا (নিমজ্জিত করা হয়েছিল): শব্দটি غَرِقَ (নিমজ্জিত হওয়া, নিমগ্ন হওয়া, ঝাঁপ দেওয়া, পানির নিচে ডুব দেওয়া) মূল ক্রিয়ার ৪নং ফরম أَغْرَقَ(নিমজ্জিত করা, ডুবিয়ে দেওয়া)-এর অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, কর্মবাচ্য রূপ।

فَأُدْخِلُوْا (অতএব প্রবেশ করানো হয়েছিল): دَخَلَ (প্রবেশ করা, ঢোকা, আগমন করা, শামিল হওয়া, ভর্তি হওয়া, যোগদান করা) মূল ক্রিয়ার ৪নং ফরম أَدْخَلَ (প্রবেশ করানো, প্রবেশ করতে দেওয়া, দাখিল করা, প্রথমে অগ্রসর হয়ে পথ প্রদর্শন করা)-এর অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, কর্মবাচ্য রূপ أُدْخِلُوْا; পূর্বে যুক্ত রয়েছে সংযোজক অব্যয় فَ (অতএব)।

نَارًا (দোযখে): نَارَ (نَوَرَ) (আলো দেওয়া, আলো প্রতিফলিত হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া, দীপ্তিময় হওয়া, জ্যোতির্ময় হওয়া, চকচক করা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য نَارٌ (আগুন); শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় نَارًا হয়েছে।

فَلَمْ (অতঃপর নাই): শব্দটি সংযোজক অব্যয় فَ (অতএব) ও ক্রিয়া-বিশেষণ لَمْ (না)-এর মিলিত রূপ।

يَجِدُوْا (তারা পায়): শব্দটি وَجَدَ (পাওয়া, লাভ করা, দেখতে পাওয়া, সন্ধান পাওয়া, আবিষ্কার করা) মূল ক্রিয়ার অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, পুংলিঙ্গ রূপ।

لَهُمْ (তাদের জন্য): শব্দটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় لِ (জন্য) ও সংযুক্ত-সর্বনাম هُمْ (তার)-এর মিলিত রূপ; هُمْ -এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে لِ পরিবর্তিত হয়ে لَ হয়েছে।

مِنْ دُوْنِ اللهِ (আল্লাহ্‌র মুকাবিলায়): اللهُ এবং সম্বন্ধসূচক অব্যয় دُوْنَ (হতে)-এর পূর্বে সম্বন্ধসূচক অব্যয় مِنْ (হতে) থাকায় اللهِ এবং دُوْنِ হয়েছে।

أَنْصَارًا (সাহায্যকারী): نَصَرَ (সাহায্য করা, সহায়তা করা, সমর্থন করা, পৃষ্ঠপোষকতা করা, বিজয়ী করা, উদ্ধার করা) মূল ক্রিয়ার কর্তা-বিশেষ্য نَاصِرٌ (যে সাহায্য করে, সাহায্যকারী, সমর্থনকারী, সহায়ক, পৃষ্ঠপোষক, রক্ষাকারী), এর একটি বহুবচন أَنْصَارٌ; শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় أَنْصَارًا হয়েছে।

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا (٢٦)

আয়াত ২৬: নূহ্ আরও বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরগণের মধ্য হতে কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না।

وَقَالَ نُوْحٌ (এবং নূহ্ আরও বলেছিল): قَالَ (قَوَلَ) (কথা বলা, আলাপ করা, বলা, কওয়া, জানানো, কথায় প্রকাশ করা, উচ্চারণ করা) মূল ক্রিয়াটি অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ রূপেই আছে; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং) ও শেষে রয়েছে কর্তা হিসেবে نُوْحٌ (নূহ আ.)।

رَّبِّ (হে আমার প্রতিপালক): দেখুন আয়াত-৫।

لَا تَذَرْ (অব্যাহতি দিও না): وَذَرَ (পরিত্যাগ করা, যেভাবে আছে সেভাবে থাকতে দেওয়া, যে রকম আছে সে রকমভাবে থাকতে দেওয়া, পিছনে ফেলে রেখে যাওয়া, কোনো কিছু ছেড়ে দেওয়া, স্বেচ্ছায় চলতে দেওয়া, চলে যেতে দেওয়া, কোনো স্থান ত্যাগ করে যাওয়া) মূল ক্রিয়ার বর্তমানকাল, মধ্যম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, যুসীভভাব রূপ تَذَرْ; নিয়ামক হিসেবে পূর্বে রয়েছে ক্রিয়া-বিশেষণ لَا (না)।

عَلَى الْأَرْضِ (পৃথিবীতে): الْأَرْضُ (পৃথিবী, ধরণী, ধরিত্রী)-এর পূর্বে রয়েছে সম্বন্ধসূচক অব্যয় عَلَى (উপর) থাকায় الْأَرْضِ হয়েছে।

مِنَ الْكَافِرِيْنَ (কাফিরগণের মধ্য হতে): كَفَرَ (অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অকৃতজ্ঞ হওয়া, কুফরি করা, কাফির হওয়া, প্রত্যাখান করা) মূল ক্রিয়ার কর্তা-বিশেষ্য كَافِرٌ (যে অস্বীকার করে, অকৃতজ্ঞ, অবিশ্বাসী, অমান্যকারী, কাফির), বহুবচন সম্বন্ধকারক كَافِرِيْنَ; এর সঙ্গে নির্দিষ্ট আর্টিকেল الْ (টি, টা) যুক্ত হওয়ায় الْكَافِرِيْنَ হয়েছে; পূর্বে রয়েছে সম্বন্ধসূচক অব্যয় مِنْ (হতে); مِنْ -এর শেষ অক্ষরে যজম থাকায় এবং এর পরবর্তী শব্দের প্রথমে হরকত বিহীন (সংযোগকারী) আলিফ থাকায় مِنَ লেখা হয়েছে।

دَيَّارًا (কোনো গৃহবাসীকে): دَارَ (دَوَرَ) (বৃত্তাকারে ক্রমাগত ঘোরা, প্রদক্ষিণ করা, আবর্তিত হওয়া, চক্কর দেওয়া, চক্রাকারে ঘোরা, পরিক্রমণ করা, দিক পরিবর্তন করা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য دَيَّارٌ (কোনো স্থানের বসবাস-কারী, কেউ একজন, যে কেউ, বাসিন্দা, অধিবাসী); শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় دَيَّارًا হয়েছে।

إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (٢٧)

আয়াত-২৭: তুমি উহাদেরকে অব্যাহতি দিলে উহারা তোমার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফির।

إِنَّكَ (নিশ্চয় আপনি): শব্দটি ক্রিয়া-বিশেষণ إِنَّ (নিশ্চয়) ও স্বতন্ত্র-সর্বনাম أَنْتَ (আপনি)-এর মিলিত রূপ।

إِنْ تَذَرْهُمْ (যদি তুমি অব্যাহতি দাও উহাদেরকে): وَذَرَ (অব্যাহতি দেওয়া; দেখুন পূর্বের আয়াত) মূল ক্রিয়ার বর্তমানকাল, মধ্যম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ, যুসীভভাব রূপ تَذَرْ; কর্ম হিসেবে শেষে যুক্ত রয়েছে সংযুক্ত-সর্বনাম هُمْ (তাদের); পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় إِنْ (যদি)।

يُضِلُّوْا (উহারা পথভ্রষ্ট করবে): শব্দটি ضَلَّ (দেখুন আয়াত-২৪) মূল ক্রিয়ার ৪নং ফরম أَضَلَّ (পথভ্রষ্ট করা, বিভ্রান্ত করা, বিপথে চালিত করা, নষ্ট করে দেওয়া)-এর বর্তমানকাল, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, পুংলিঙ্গ রূপ

عِبَادَكَ (তোমার বান্দাদেরকে): عَبَدَ (ইবাদত করা, দাসত্ব করা, আনুগত্য করা, সেবা করা, উপাসনা করা, ভক্তি করা, গভীরভাবে শ্রদ্ধা করা, বশ্যতাস্বীকার করা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য عَبْدٌ (বান্দা, দাস, ক্রীতদাস, ভৃত্য), বহুবচন عِبَادٌ; শব্দটি সংযুক্ত-সর্বনাম كَ (তোমার)-এর মুদাফ হওয়ায় তানবীন উঠে গেছে এবং শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় عِبَادَ হয়েছে।

وَلَا يَلِدُوْا (এবং তারা জন্ম দিবে না): وَلَدَ (জন্ম দেওয়া, সন্তান উৎপাদন করা, জনক হওয়া, প্রসব করা) মূল

ক্রিয়ার বর্তমানকাল, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, যুসীভভাব রূপ।يَلِدُوْا; নিয়ামক হিসেবে পূর্বে রয়েছে ক্রিয়া-বিশেষণ لَا (না); এর পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

إِلَّا فَاجِرًا (ব্যতীত দুষ্কৃতিকারী): فَجَرَ (পাপ করা, অন্যায় করা, সঠিক পথ হতে পাশে সরে যাওয়া, অসংযম ও ভোগলালসাগ্রস্ত হওয়া, ব্যভিচার করা, মিথ্যা বলা, বেগে প্রবাহিত করা) মূল ক্রিয়ার কর্তা-বিশেষ্য فَاجِرٌ (পাপী, পাপাচারী, পাপিষ্ঠ, দুষ্কৃতিকারী, ব্যভিচারী, লম্পট); শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায়।فَاجِرًا হয়েছে; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় إِلَّا (ব্যতীত)।

كَفَّارًا (কাফির): كَفَرَ (অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অকৃতজ্ঞ হওয়া, কুফরি করা, কাফির হওয়া, প্রত্যাখান করা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য كَفَّارٌ (অতি অকৃতজ্ঞ, অবিশ্বাসী, অমান্যকারী, কাফির); শব্দটি।فَاجِرًا-কে অনুসরণ করায়।كَفَّارًا হয়েছে।

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِـمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْـمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِـمِينَ إِلَّا تَـبَارًا (٢٨)

আয়াত-২৮: হে আমার প্রতিপালক ! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে; আর জালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করো।'

رَبِّ (হে আমার প্রতিপালক): দেখুন আয়াত-২৪।

اغْفِرْ (তুমি ক্ষমা কর): শব্দটি غَفَرَ (ক্ষমা করা, মার্জনা করা, ঢেকে দেওয়া, আড়াল করা, আচ্ছন্ন করা, সুরক্ষিত করা, মাফ করে দেওয়া) মূল ক্রিয়ার অনুজ্ঞাভাব, একবচন, পুংলিঙ্গ রূপ।

لِي (আমাকে): শব্দটি সম্বন্ধসূচক অব্যয় لِ (জন্য) ও সংযুক্ত-সর্বনাম ي (আমাকে)-এর মিলিত রূপ।

وَلِوَالِدَيَّ (এবং আমার পিতামাতাকে): وَلَدَ (জন্ম দেওয়া, সন্তান উৎপাদন করা, জনক হওয়া, প্রসব করা) মূল ক্রিয়ার কর্তা-বিশেষ্য وَالِدٌ (যিনি জন্ম দেন, পিতা), দ্বিবচন কর্মকারকে وَالِدَيْنِ (পিতামাতা, পিতা এবং মাতা); শব্দটি সংযুক্ত-সর্বনাম يَ (আমার)–এর মুদাফ হওয়ায় শেষের 'নুন' উঠে গেছে এবং তাদের মিলিত রূপ وَالِدَيَّ (আমার পিতামাতা); এর পূর্বে সম্বন্ধসূচক অব্যয় لِ (জন্য) যুক্ত থাকায় لِوَالِدَيَّ হয়েছে; এর পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

وَلِـمَنْ (এবং যার জন্য): সম্বন্ধসূচক অব্যয় لِ (জন্য) ও সংযোজক সর্বনাম مَنْ (যে)-এর মিলিত রূপ لِـمَنْ; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

دَخَلَ (সে প্রবেশ করবে): دَخَلَ (প্রবেশ করা, ঢোকা, আগমন করা, শামিল হওয়া, ভর্তি হওয়া, যোগদান করা, বলপূর্বক অনুপ্রবেশ করা, অন্তর্ভূক্ত হওয়া) মূল ক্রিয়াটি অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, পুংলিঙ্গ রূপেই আছে।

بَيْتِيَ (আমার গৃহে): بَاتَ (بَيَتَ) (রাত্রি যাপন করা, রাত্রি অতিবাহিত করা, হওয়া, হয়ে যাওয়া, থাকা) মূল ক্রিয়ার

একটি বিশেষ্য بَيْتٌ (বাড়ি, গৃহ, আলয়, আবাস, বাসস্থান, ঘর, কক্ষ); শব্দটি সংযুক্ত-সর্বনাম ـِيَ (আমার)-এর মুদাফ হওয়ায় তানবীন উঠে গেছে এবং শেষে উত্তম পুরুষ একবচনের সংযুক্ত-সর্বনাম ـِيَ যুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে بَيْتِ রূপ গ্রহণ করেছে;

مُؤْمِنًا (মু'মিন হয়ে): أَمِنَ (নিরাপদ হওয়া, নিশ্চিন্ত হওয়া, বিপদমুক্ত হওয়া, ভরসা রাখা, আস্থা রাখা, নির্ভর করা) মূল ক্রিয়ার ৪নং ফরম اٰمَنَ বা ءَامَنَ (বিশ্বাস করা, ঈমান আনা, নিশ্চিৎ করা, নিশ্চিন্ত করা, উদ্বেগমুক্ত করা)-এর কর্তা-বিশেষ্য مُؤْمِنٌ (যিনি বিশ্বাস করেন, বিশ্বাসী, মু'মিন); শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় مُؤْمِنًا হয়েছে।

وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ (এবং মু'মিন পুরুষ জন্য): مُؤْمِنٌ (যিনি বিশ্বাস করেন, বিশ্বাসী, মু'মিন; উপরে দেখুন), বহুবচন কর্মকারক مُؤْمِنِيْنَ; এর সঙ্গে নির্দিষ্ট আর্টিকেল اْل (টি, টা) এবং সম্বন্ধসূচক অব্যয় لِ (জন্য) যুক্ত হওয়ায় لِلْمُؤْمِنِيْنَ হয়েছে; এর পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

وَالْمُؤْمِنَاتِ (ও মু'মিন নারীদেরকে): مُؤْمِنٌ (যিনি বিশ্বাস করেন, বিশ্বাসী, মু'মিন; উপরে দেখুন), স্ত্রীলিঙ্গ রূপ مُؤْمِنَةٌ, বহুবচন (স্ত্রী) مُؤْمِنَاتٌ; এর সঙ্গে নির্দিষ্ট আর্টিকেল اْل (টি, টা) এবং لِلْمُؤْمِنِيْنَ -কে অনুসরণ করায় الْمُؤْمِنَاتِ হয়েছে; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় وَ (এবং)।

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ (আর জালিমদের বৃদ্ধি করে না): দেখুন আয়াত-২৪।

إِلَّا تَبَارًا (ব্যতীত ধ্বংস): تَبَرَ (ধ্বংস করা, বিনাশ করা, নষ্ট করা, ক্ষতিগ্রস্ত করা) মূল ক্রিয়ার একটি বিশেষ্য تَبَارٌ (ধ্বংস, বিনাশ); শব্দটি বাক্যে কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় تَبَارًا হয়েছে; পূর্বে রয়েছে সংযোজক অব্যয় إِلَّا (ব্যতীত)।